তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন পিএলসি

৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা

শেয়ারহোল্ডারগণের উদ্দেশ্যে পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ,

আস্‌সালামু আলাইকুম,

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন পিএলসি (টিজিটিডিপিএলসি) এর ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভায় আপনাদের সকলকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাচ্ছি। এ উপলক্ষ্যে আমি কোম্পানির ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদনসহ পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন আপনাদের সমীপে উপস্থাপন করছি।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ,

১৯৬২ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তিতাস নদীর তীরে বিশাল গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পর বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। ১৯৬৪ সালের ২০ নভেম্বর তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন পিএলসি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তৎকালীন সরকারি প্রতিষ্ঠান শিল্প উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক ১৪" ব্যাস সম্পন্ন ৫৮ মাইল দীর্ঘ তিতাস-ডেমরা সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ সম্পন্ন হলে ১৯৬৮ সালের ২৮ এপ্রিল সিদ্ধিরগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের মধ্য দিয়ে কোম্পানির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক জনাব শওকত ওসমান-এর বাসায় ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে প্রথম আবাসিক গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়। দীর্ঘ পথ চলায় একটি অগ্রগামী জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে তিতাস গ্যাস তার সেবার মাধ্যমে জনগণের আস্থাভাজন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

সূচনালগ্নে (১৯৬৪ সাল) কোম্পানির ৯০% শেয়ারের মালিক ছিল তৎকালীন সরকার এবং ১০% শেয়ারের মালিক ছিল শেল অয়েল কোম্পানি। ১৯৭২ সালের Nationalization Order বলে ১৯৭৫ সালের ৯ই আগস্ট তৎকালীন সরকার বহুজাতিক শেল-অয়েল কোম্পানির কাছ থেকে ৫টি গ্যাস ক্ষেত্র যথা- তিতাস, বাখরাবাদ, হবিগঞ্জ, রশিদপুর ও কৈলাশটিলা মাত্র ৪ দশমিক ৫ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং দিয়ে (তখনকার সময়ে প্রায় ১৭- ১৮ কোটি টাকা) কিনে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেন। দীর্ঘ চার দশকের বেশি সময় ধরে ক্রমবর্ধমান গ্যাস ব্যবহারের পরও বর্তমানে দেশের মোট উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ জ্বালানি এই গ্যাসক্ষেত্রগুলো হতে যোগান দেয়া হয়।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর এ কোম্পানি শুরুতে ১.৭৮ কোটি টাকা অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন সহযোগে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয়ে রাষ্ট্রীয় সংস্থা পেট্রোবাংলার অধীনে ন্যস্ত হয়। বর্তমানে কোম্পানির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ২,০০০.০০ কোটি ও ৯৮৯.২২ কোটি টাকা।

বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সুদৃঢ় করতে তিতাস গ্যাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রাকৃতিক গ্যাসের কাঙ্ক্ষিত ব্যবহার নিশ্চিত করে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে কোম্পানিটি বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। জ্বালানি খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহের অগ্রদূত হিসেবে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে তিতাস গ্যাসের অবদান অনির্বাণ শিখার মতই দীপ্তমান।

কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে অধিভুক্ত এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের মাঝে প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ করা। এ লক্ষ্যে বিতরণ পাইপলাইনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক গ্যাস স্থাপনা নির্মাণ, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কোম্পানির অন্যতম প্রধান কাজ। তিতাস গ্যাস বর্তমানে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ অর্থাৎ, ১২টি জেলায় গ্যাস সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ,

বিগত পাঁচ দশকে কোম্পানির কার্য-পরিধির ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে এবং এ পর্যন্ত অত্র কোম্পানি গ্রাহকদের চাহিদানুযায়ী নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সরবরাহ করে আসছে। কিন্তু, সাম্প্রতিক সময়ে কোম্পানির আওতাধীন এলাকায় গ্রাহকদের চাহিদার

বিপরীতে ফিল্ডসমূহ হতে পর্যাপ্ত গ্যাস সরবরাহের ঘাটতিসহ বিশ্বে যুদ্ধ পরিস্থিতি চলমান থাকায় সারা বিশ্বে জ্বালানি সংকট তীব্র আকার ধারণ করে। ফলে এলএনজি আমদানি বাধাগ্রস্থ হওয়ায় তিতাস অধিভুক্ত কতিপয় এলাকায় স্বল্পচাপ সমস্যা বিরাজমান থাকায় গ্রাহক সেবা কিছুটা বিঘ্নিত হচ্ছে। বর্তমানে কোম্পানি ১৩,৪৩৮.৬৯ কি.মি. (পরিত্যক্ত/অব্যবহৃত ৪৪৮.২১ কি. মি. পাইপলাইন সহ) পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ করছে। উল্লেখ্য, ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত কোম্পানির বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:

গ্রাহক শ্রেণি	গ্রাহক সংখ্যা
বিদ্যুৎ	৩৮
সার	২
শিল্প	৫৬৭৩
ক্যাপটিভ পাওয়ার	১৯০৯
সিএনজি	৩৯৩
বাণিজ্যিক	১১৭৩৩
আবাসিক*	২৭৫৮৯৬৪
মোট	**২৭,৭৮,৭১২**

**বিচ্ছিন্নকৃত বার্নার ব্যতীত।*

উন্নয়ন কার্যক্রম ও প্রকল্প

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ,

আমি এখন কোম্পানির উন্নয়ন কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি:

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উন্নয়ন কার্যক্রম ও প্রকল্প

বর্তমানে কোম্পানির ক্রমপুঞ্জিত পাইপলাইনের দৈর্ঘ্য ১৩,৪৩৮.৬৯ কি.মি.। বিভিন্ন এলাকায় গ্যাসের স্বল্পচাপ সমস্যা নিরসন এবং ক্ষতিগ্রস্ত পাইপলাইন প্রতিস্থাপনের নিমিত্ত আলোচ্য অর্থবছরে ১৭.২৪ কি.মি. লিংক লাইন, পাইপলাইন সংস্কার/ পুনর্বাসন/ প্রতিস্থাপন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

সিস্টেম লস হ্রাসকরণ কার্যক্রম

প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা এবং তিতাস গ্যাস টিএন্ডডি পিএলসি এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কোম্পানির সিস্টেম লস হ্রাসকরণের লক্ষ্যে নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। অবৈধ গ্যাস ব্যবহার সনাক্তকরণ ও সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণে কেন্দ্রিয় ভিজিল্যান্স বিভাগ, আঞ্চলিক ভিজিল্যান্স বিভাগ ও রাজস্ব জোনসমূহের মাধ্যমে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা এবং মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে পরিচালিত অবৈধ গ্যাস পাইপ লাইন অপসারণ ও সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০২৩-২০২৪ হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত কোম্পানির ক্রয়-বিক্রয়ের পার্থক্য তথা মোট সিস্টেম লস সম্পর্কিত তথ্য নিম্নে প্রদত্ত হলো:

অর্থবছর	ক্রয়-বিক্রয়ের পার্থক্য (মোট সিস্টেম লস)	
	পরিমাণ (এমএমসিএম)	শতকরা হার (%)
২০২৩-২৪	১২০৩.৬৫৪	৭.৬৭
২০২৪-২৫	১৪৩৫.৫৭৮	৯.৪৭

** Allowable system loss 2% বাদ দিয়ে সামগ্রিকভাবে জুলাই'২৪ হতে জুন'২৫ পর্যন্ত সময়ের গড় পদ্ধতিগত ক্ষতি (৯.৪৭%-২%) = ৭.৪৭%।*

সিস্টেম লসের কারণসমূহ:

- অবৈধ সংযোগের মাধ্যমে গ্যাস ব্যবহার করায় সৃষ্ট লস;
- পাইপ লাইন পুরাতন/ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় বিতরণ নেটওয়ার্কের লিকেজজনিত লস;
- বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মাটির নীচে কাজ করার সময় পাইপলাইন ক্ষতিগ্রস্ত করায় সৃষ্ট লস;
- বিভিন্ন রক্ষণাবেক্ষণ/মেরামত কার্যক্রম পরিচালনাকালে গ্যাস পার্জিং করার ফলে সৃষ্ট লস;
- মিটারবিহীন আবাসিক গ্রাহক/ফ্ল্যাট রেট (Fixed Billing) ব্যবস্থায় ব্যবহৃত গ্যাসের প্রকৃত পরিমাণ নিরূপণ করতে না পারার কারণে সৃষ্ট লস;
- গ্যাস ইনটেক পয়েন্ট এবং গ্রাহক পর্যায়ে পরিমাপজনিত মিটারিং সিস্টেম এর ভিন্নতার কারণে পরিমাপজনিত ত্রুটির ফলে সৃষ্ট লস;
- মিটারবিহীন আবাসিক গ্রাহকের হাউজ লাইন হতে লিকেজ এর কারণে সৃষ্ট লস।

সিস্টেম লস হ্রাসকরণে কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত/চলমান ব্যবস্থাসমূহ:

- ইভিসি মিটার স্থাপন;
- মিটারে অবৈধ হস্তক্ষেপ রোধকল্পে Gas Meter Security Enclosure স্থাপন;
- অবৈধ লাইন/সংযোগ উচ্ছেদ অভিযান;
- Clean Development Mechanism (CDM) প্রকল্প এর মাধ্যমে লিকেজ সনাক্তকরন ও মেরামত;
- Verified Emission Reduction (VER) প্রকল্প এর মাধ্যমে লিকেজ সনাক্তকরন ও মেরামত;
- বিতরণ নেটওয়ার্কের Cathodic Protection ব্যবস্থা;
- ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ গ্যাস নেটওয়ার্ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প;
- কোম্পানির ডিভিশন/বিভাগ/জোন ভিত্তিক সিস্টেম লস নিরুপন, জোন ভিত্তিক কমকর্তাগণের দায়িত্ব প্রদান এবং সে মোতাবেক নিয়মিত মনিটরিং করা।

সিস্টেম লস হ্রাসকল্পে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা:

- পুরাতন পাইপলাইন প্রতিস্থাপন ও নেটওয়ার্কে SCADA সিস্টেম স্থাপন;
- আবাসিক পর্যায়ে প্রকৃত গ্যাস ব্যবহারের ভিত্তিতে সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ;
- ডিভিশন/বিভাগ/জোনভিত্তিক নেটওয়ার্ক পৃথকীকরণ;
- রাস্তা খননের অনুমতি সহজে প্রাপ্তির স্বার্থে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলোর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর;
- বিতরণ মার্জিন নির্ধারণে গ্রহণযোগ্য সিস্টেম লসের হার পুনর্নির্ধারণ;
- গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থা ডিজিটালাইজ করন;
- SCADA এর মাধ্যমে অপারেশনাল কার্যক্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা ও নির্ভরযোগ্যতা উন্নতকরণ।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রকল্প:

আলোচ্য অর্থবছরে ঢাকা শহরসহ তিতাস অধিভুক্ত বিভিন্ন এলাকায় যে সকল পূর্ত/পুনর্বাসন/নির্মাণ/প্রতিস্থাপন/স্থানান্তর ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তা নিম্নরুপ:

১। ডেমরা সিজিএস কমপ্লেক্স কাম ডেমরা ডিআরএস কমপ্লেক্স এর অভ্যন্তরীণ রাস্তা মেরামত কাজ।

২। দনিয়া অফিস ভবনের রিসিপশন ডেস্ক নির্মাণ ও হেলে পড়া সীমানা প্রাচীর পুনর্নির্মাণসহ অন্যান্য পূর্ত কাজ।

৩। ডেমরা মাল্টিপারপাস স্টোর ভবনে এমইএসডি এর অফিস পুনর্বিন্যাস এবং উপমহাব্যবস্থাপক (এসওডি-দক্ষিণ) এর অফিস কক্ষ নির্মাণসহ অন্যান্য পূর্ত কাজ।

৪। ডেমরাস্থ চারতলা তিতাস গ্যাস আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত, গার্ডিয়ান শেড, ওয়াকওয়ে নির্মাণ এবং খেলার মাঠের উন্নয়ন কাজ।

৫। আবিডি- গাজীপুর এর মহাব্যবস্থাপক এর দপ্তর নির্মাণ ও সাজ-সজ্জার কাজ।

৬। কোম্পানির গাজীপুর কার্যালয়ে পদায়িত উপমহাব্যবস্থাপক (আঞ্চলিক প্লানিং বিভাগ গাজীপুর) এর দপ্তর নির্মাণ ও সাজ-সজ্জা এবং আঞ্চলিক ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস বিভাগ (গাজীপুর) এর চাহিদা অনুযায়ী বেজমেন্টে একটি স্টোর নির্মাণ কাজ।

৭। আবিডি গাজীপুর কার্যালয়ের অফিস কম্পাউন্ডের অভ্যন্তরে আরসিসি রাস্তা নির্মাণ এবং অভ্যন্তরে একটি পুরাতন দেওয়াল অপসারণ কাজ।

৮। জোনাল বিক্রয় অফিস -টঙ্গী কার্যালয় কোম্পানির নিজস্ব জায়গায় স্থানান্তরের লক্ষ্যে টঙ্গী ওয়াপদা রোডে ৮০ মেগাওয়াট পাওয়ার প্লান্টের আরএমএস সংলগ্ন বিদ্যমান দ্বি-তল ভবনটি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।

৯। উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক-গাজীপুর এর দপ্তরের সাজ-সজ্জা, আবিডি-গাজীপুর এর মহাব্যবস্থাপক এর দপ্তরে এসি স্থাপন, চারটি ফ্লোরে টয়লেট করিডোরে দরজা স্থাপন ও অন্যান্য কাজ।

১০। উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ময়মনসিংহ) এর কার্যালয় প্রবেশমুখে স্থাপিত ফলকে কোম্পানি লোগো, এরিয়া ম্যাপ, কার্যালয়ের নাম লিখনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।

১১। উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ময়মনসিংহ) এর আওতাধীন আবিবি ময়মনসিংহ এর অধীনস্থ জোবিঅ-শেরপুর অফিস কম্পাউন্ড এর প্রধান ফটকে র‍্যাম্প নির্মাণ, লোহার গেট প্রতিস্থাপন, গার্ডরুম সংস্কার ও রংকরণ কাজ।

১২। উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ময়মনসিংহ) এর কার্যালয়ের অফিস কম্পাউন্ড এ অবস্থিত মসজিদ এর টিনের চালার লিকেজ মেরামত ও গার্ড রুম সংযুক্ত পাইপ সংস্কার কাজ।

১৩। উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ময়মনসিংহ) এর কার্যালয়ের অফিস কম্পাউড এ অবস্থিত রেস্ট হাউজ সংলগ্ন রাস্তার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সংস্কার কাজ।

১৪। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, গাজীপুর ব্যাটালিয়ন (৬৩ বিজিবি), রাজেন্দ্রপুর, চৌরাস্তা, গাজীপুর এর ব্যয়ে ৪" ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি × ১২০ মিটার বিতরণ লাইন ও ২" ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি × ১৮ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ কাজ।

১৫। মেসার্স সাদিয়া টেক্সটাইল মিলস লি., কদিমধল্যা, জামুর্কী, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল এর ব্যয়ে ৬ ইঞ্চি ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি × ২ মিটার এবং ৪ ইঞ্চি ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি × ১মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ কাজ।

১৬। গ্রাহক বিআরটিসি ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, সালনা, জয়দেবপুর, গাজীপুর এলাকায় অবস্থিত ১" Φ × ৫০ পিএসআইজি বিতরণ লাইনের পরিবর্তে নতুন ২" Φ × ৫০ পিএসআইজি × ৩১৮ মিটার বিতরণ লাইন নির্মাণ এবং উক্ত লাইন হতে গ্রাহকের মিটারিং রানের ইনলেট ভাল্‌ভ পর্যন্ত ১" Φ × ৫০ পিএসআইজি × ৬ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ কাজ। কাজটির ঠিকাদার নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে, রাস্তা খননের অনুমতি পেলে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হবে।

১৭। মেসার্স পারফেটি ভেনমেলে বাংলাদেশ প্রা. লি. বেরাইদের চালা শ্রীপুর, গাজীপুর এর ব্যয়ে ৩ ইঞ্চি ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি × ১৮ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ কাজ।

১৮। মেসার্স পাইওনিয়ার নীটওয়্যার্স (বিডি) লিঃ এর ৪ ইঞ্চি ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি সার্ভিস লাইন × ২ (দুই) মিটার সম্প্রসারণ।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কার্যক্রম ও প্রকল্পঃ

১। জাপানিজ ইকনোমিক জোন এলাকায় নির্মিতব্য সিজিএস এর অভ্যন্তরে অফিস ভবন, গার্ড রুম, সিপি রুম, সীমানা প্রাচীর, ড্রেন ও রাস্তা নির্মাণসহ অন্যান্য পূর্ত কাজ।

২। গজারিয়া টিবিএস এর অভ্যন্তরে মাটি ভরাট, সীমানা প্রাচীর ও কন্ট্রোল বিল্ডিং রক্ষণাবেক্ষণ ও গার্ডরুম নির্মাণ।

৩। তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসি এর সাংগঠনিক কাঠামো-২০২৪ এ নতুন সৃষ্ট ডিভিশন, বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহের মধ্যে প্রধান কার্যালয়ে অবস্থিত দপ্তরসমূহের স্থান সংকুলানের জন্য বিদ্যমান দপ্তরসমূহের ফ্লোরস্পেস পুনর্বিন্যাসকরণ ও অভ্যন্তরীন সাজসজ্জাসহ অন্যান্য পূর্ত কাজ।

৪। বিদ্যমান সিপি স্টেশনের টিআর সেট সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের সুবিধার্থে সিটি সেন্ট্রার ডিআরএস এর দক্ষিণাংশে একটি অস্থায়ী শেড নির্মাণ।

৫। সিস্টেম অপারেশন বিভাগ (মেট্রো ঢাকা) এর স্টেশন কন্ট্রোল শাখার আওতাধীন আগারগাঁও ডিআরএস এর রুম নির্মাণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক পূর্ত কাজ।

৬। কোম্পানির ডেমরাস্থ প্রি-পেইড মিটার অপারেশন ও ম্যানেজমেন্ট বিভাগ কর্তৃক ব্যবহৃত পুরাতন ষ্টীল শেডের প্রোফাইল শিট পরিবর্তন ও প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক পূর্ত কাজ।

৭। উপব্যবস্থাপনা পরিচালকের কার্যালয় (গাজীপুর) এর ০৬ (ছয়) জন উপমহাব্যবস্থাপকের দপ্তর নির্মাণ ও সাজ-সজ্জা, ১০(দশ) জন কর্মকর্তার জন্য কিউব তৈরি এবং সংশ্লিষ্ট কাজ।

৮। আবিবি-চন্দ্রা এর উপমহাব্যবস্থাপক এর দপ্তর এবং চন্দ্রা অফিসের অভ্যন্তরীণ সাজ-সজ্জা সম্পর্কিত কাজ।

৯। মেসার্স হামীম ডেনিম লি. মাওনা, শ্রীপুর, গাজীপুর এর ব্যয়ে ১৬ ইঞ্চি ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি × ৮৬৪ মিটার বিতরণ এবং ৮ ইঞ্চি ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি × ৩৬মিটার, ৬ ইঞ্চি ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি × ১মিটার, ৪ ইঞ্চি ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি × ৩মিটার ও ২ ইঞ্চি ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি × ১মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ কাজ। কাজটির পাইপলাইন স্থাপন কাজ সম্পন্ন, শুধুমাত্র টাই-ইন কাজ অবশিষ্ট রয়েছে।

১০। জোবিঅ-টঙ্গীর আওতাধীন বনমালা এলাকায় গ্যাস সরবরাহ পরিস্থিতি উন্নতির লক্ষ্যে কোম্পানি ব্যয়ে ফাইসান্স রোড হতে হাজী মার্কেটগামী সড়কে উৎসারিত ২"Φ×৫০ পিএসআইজি বিতরণ লাইন হতে আনুমানিক ৫৪ মিটার নতুন ৩"Φ ×৫০ পিএসআইজি বিতরণ লাইন (কন্ট্রোল ভাল্ভ সহ) নির্মাণপূর্বক একই সড়কে বিদ্যমান ৩"Φ×৫০ পিএসআইজি বিতরণ লাইনের সাথে টাই-ইন কাজ। কাজটির ঠিকাদার নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে, রাস্তা খননের অনুমতি পেলে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হবে।

১১। মেসার্স বেঙ্গল প্লাষ্টিকস লি., জিরাবো, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা এর ব্যয়ে ৬ ইঞ্চি ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি × ৬৬ মিটার সার্ভিস লাইন স্থানান্তর কাজ।

১২। মেসার্স ফুলঝুড়ি স্পিনিং মিলস লি., লোহাকৈর, কাশিমপুর, গাজীপুর এর ৬ ইঞ্চি ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি × ১৮ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ কাজ।

১৩। মেসার্স উর্মিলা ফেব্রিক্স লি., মেঘলাল, আমবাগ, কোনাবাড়ী, গাজীপুর এর ব্যয়ে ৪ ইঞ্চি ব্যাস × ৫০ পিএসআইজি × ১০০০ মিটার বিতরণ লাইন এর টাই-ইন কাজ।

১৪। মেসার্স কালার এন্ড কোং লি. টেপিরবাড়ি, তেলিরহাটি, শ্রীপুর, গাজীপুর এর ব্যয়ে ৮ ইঞ্চি ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি × ১৫৬ মিটার বিতরণ ও ৪ ইঞ্চি ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি × ৩০ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ কাজ।

১৫। মেসার্স হাইওয়ে ফিলিং স্টেশন, দারিয়াপুর, বোর্ডঘর, কালিয়াকৈর, গাজীপুর এর ব্যয়ে ৪ ইঞ্চি ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি × ১৮ মিটার, ৩ ইঞ্চি ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি × ১ মিটার এবং ২ ইঞ্চি ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি × ১ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ কাজ।

১৬। মেসার্স ঢাকা ওয়াশ, ৬৮, কাঠালদিয়া, বড় দেওড়া, টংগী, গাজীপুর এর ব্যয়ে ৪ ইঞ্চি ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি × ৩ মিটার ও ২ ইঞ্চি ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি × ২৪ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ কাজ।

১৭। মেসার্স লিজ ফ্যাশন ইন্ডাষ্ট্রি লি. পূর্ব চান্দরা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর এর ব্যয়ে ৪ ইঞ্চি ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি × ২৪ মিটার, ৩ ইঞ্চি ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি × ১ মিটার ও ২ ইঞ্চি ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি × ১ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ কাজ।

১৮। মেসার্স কটন ক্লাব (বিডি) লি., নয়াপাড়া, কাশিমপুর, গাজীপুর এর ব্যয়ে ৬ ইঞ্চি ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি × ৩৬ মিটার ও ৪ ইঞ্চি ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি × ১ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ কাজ।

১৯। মেসার্স আমেরিকান এন্ড ইফার্ড বাংলাদেশ লি. ৯৩, ইসলামপুর, কড্ডা, গাজীপুর, এর ব্যয়ে ৪ ইঞ্চি ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি × ১৮ মিটার, ৩ ইঞ্চি ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি × ১ মিটার ও ২ ইঞ্চি ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি × ১ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ কাজ।

২০। পলাশ বাসস্ট্যান্ড হতে ঘোড়াশাল পলাশ ফার্টিলাইজার অভিমুখী রাস্তার পার্শ্বস্থ বিতরণ পাইপ লাইন ও গৃহস্থালী শ্রেণির গ্রাহকদের সার্ভিস পাইপ লাইন স্থানান্তর।

২১। "সাসেক ঢাকা-সিলেট করিডোর সড়ক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের ইউটিলিটি অপসারণ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার নিমিত্ত মেসার্স থার্মেক্স এর সামনে বিদ্যমান ভাল্বপিট স্থানান্তর।

২২। নরসিংদী সড়ক বিভাগাধীন ইটাখোলা-মটখোলা-কটিয়াদি আঞ্চলিক মহাসড়কের (আর-২১১) ০৭তম কি.মি. এ শিবপুর কলেজগেটে নির্মিত আন্ডারপাস সংলগ্ন কোম্পানীর ৬ × ৫০ পিএসআইজি ভাল্বপিট জরুরী ভিত্তিতে স্থানান্তরকরণ প্রসঙ্গে।

২৩। গ্যাস লাইনের লিকেজ ত্রুটি সমাধান (রামারবাগ কাঠের পুল থেকে রামারবাগ মসজিদ পর্যন্ত)।

২৪। সিস্টেম অপারেশন এন্ড মেইনটেনেন্স শাখা-রূপগঞ্জের আওতাধীন যাত্রামুড়া, তারাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ এলাকায় বিদ্যমান ২"φ × পিএসআইজি বিতরণ লাইন পুনর্বাসন।

২৫। আবিবি-নারায়ণগঞ্জের আওতাধীন জোবিঅ-এনায়েতনগর-কাশীপুর এলাকাধীন মাসদাইর বাজার হতে তালা ফ্যাক্টরী (চেইঃ ০০- ৪৬০) পর্যন্ত বিদ্যামান গ্যাস লাইন স্থানান্তর।

২৬। মেসার্স কামাল ষ্টীল মিলস, ঠিকানাঃ আড়িয়বো, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ এর ভাল্বপিট স্থানান্তর।

২৭। ঘোড়াশাল পলাশ ফার্টিলাইজার পিএলসি (GPFPLC)-এর পুরাতন ইউএফএফএল হাউজিং কলোনির আবাসিক গ্যাস লাইন পুন:স্থাপন ও গ্যাস সরঞ্জাম পুনর্বিন্যাস।

২৮। প্রধান কার্যালয় ভবনের ৯ম তলা কমন টয়লেট ও অর্থ বিভাগের মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন কাজ।

২৯। ভুলতা টিবিএস, মুক্তারপুর ডিআরএস ও মুন্সিগঞ্জ ডিআরএস-এর Upgradation and Modification জন্য নকশা ও দাপ্তরিক ব্যয় প্রাক্কলনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

অন্যান্য চলমান প্রকল্প:

Gas Sector Efficiency Improvement & Carbon Abatement Project [Installation of Smart Prepaid Gas meter for TGTDCL]

বিশ্বব্যাংক, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ও তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন পিএলসি এর অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন "Gas Sector Efficiency Improvement & Carbon Abatement Project [Installation of Smart Prepaid Gas Meter for TGTDCL] " শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কোম্পানির মেট্রো ঢাকা বিপণন ডিভিশন (উত্তর), আঞ্চলিক বিপণন ডিভিশন (গাজীপুর) এবং আঞ্চলিক বিপণন ডিভিশন (ময়মনসিংহ) এলাকার আবাসিক শ্রেণির মিটারবিহীন গ্রাহকদের আঙিনায় মোট ১১ লক্ষ স্মার্ট প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন করা হবে। প্রকল্পটি জানুয়ারি-২০২৪ হতে ডিসেম্বর-২০২৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ৩১/১০/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)-এর সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৫৪২.৭১ কোটি টাকা। প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর-২০২৮ এর মধ্যে ১১ লক্ষ স্মার্ট প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

জাপানিজ ইকোনমিক জোন, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ, এলাকায় সিজিএস নির্মাণ

প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন প্রকল্প

Smart Metering Energy Efficiency Improvement Project (Installation of Prepaid Gas Meter for TGTDCL)

এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন পিএলসি (টিজিটিডিপিএলসি) এর অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন "Smart Metering Energy Efficiency Improvement Project [Installation of Prepaid Gas Meter for TGTDCL]" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কোম্পানির মেট্রো ঢাকা বিপণন ডিভিশন (দক্ষিণ) এবং আঞ্চলিক বিপণন ডিভিশন (নারায়নগঞ্জ) এলাকার গৃহস্থালী শ্রেণির মিটারবিহীন গ্রাহকদের আঙিনায় ৬.৫ লক্ষ স্মার্ট প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন করা হবে। প্রকল্পটি গত ৩১/১০/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক), এর ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ৫ম সভায় অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২২১৪.০৩ কোটি টাকা এবং মেয়াদকাল জানুয়ারি ২০২৪ হতে ডিসেম্বর ২০২৭ পর্যন্ত। স্মার্ট প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন করা হলে গৃহস্থালী পর্যায়ে ব্যবহৃত গ্যাসের অপচয় রোধ হবে, আবাসিক গ্রাহকদের মধ্যে গ্যাস ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্যাস ব্যবহার-দক্ষতা বৃদ্ধি ও পরিবেশের উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে এবং সামগ্রিক গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থায় সিস্টেম লস হ্রাস পাবে। এছাড়া, বকেয়া আদায় সংক্রান্ত জটিলতা দূর হবে বিধায় কোম্পানির পরিচালন ব্যয় হ্রাস পাবে। প্রকল্পের আওতায় ০৪ (চার) জন ব্যক্তি পরামর্শক ও ০১ (এক) টি বৈদেশিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। স্মার্ট প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপনের লক্ষ্যে আগামী মে, ২০২৬ এর মধ্যে ইপিসি ঠিকাদার নিয়োগ সম্পন্ন এবং ডিসেম্বর ২০২৭ এর মধ্যে গ্রাহক আঙিনায় স্মার্ট প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়।

The Project for Gas Network System Digitalization and Improvement of Operational Efficiency in Gas Sector in Bangladesh

কোম্পানির আওতাধীন সঞ্চালন ও বিতরণ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য, কার্যকর এবং দক্ষ গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থা ডিজিটালাইজ, SCADA'র মাধ্যমে অপারেশনাল কার্যক্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা ও নির্ভরযোগ্যতা উন্নতকরণে JICA'র কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় কোম্পানিতে প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

উক্ত প্রকল্পের কারিগরি সহায়তায় গ্যাস নেটওয়ার্ক ডিজিটালাইজেশন সম্পর্কিত কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- মতিঝিল ও পল্টন এলাকায় ৬৭ কি.মি. এবং ধানমন্ডি ও লালমাটিয়া এলাকায় ৬৯ কি.মি. বিতরণ ও সার্ভিস লাইনের GIS Mapping সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ১২৩ টি স্টেশনের Standard Process Flow Diagram হালনাগাদ করা হয়েছে।
- তিতাস গ্যাস কোম্পানির সামগ্রিক সঞ্চালন ও বিতরণ নেটওয়ার্কের Schematic Diagram হালনাগাদ করা হয়েছে।
- ১০০০ পিএসআইজি চাপসম্পন্ন ৬৩৩ কি.মি. সঞ্চালন, ৩০০ পিএসআইজি চাপসম্পন্ন ৯৭ কি.মি. সঞ্চালন/মূখ্য বিতরণ, ১৪০ পিএসআইজি চাপসম্পন্ন ১০১১ কি.মি. মূখ্য বিতরণ/বিতরণ ও ৫০ পিএসআইজি চাপসম্পন্ন ৪২৫৩ কি.মি. বিতরণ লাইন ও ৬৬ কি.মি. সার্ভিস লাইনের Digitized Map প্রস্তুত করা হয়েছে।
- ৬৩৮২ শিল্প, সিএনজি, বাণিজ্যিক গ্রাহকদের RMS Location জরীপ সম্পন্ন করা হয়েছে।

কোম্পানির আওতাধীন রূপগঞ্জ এলাকায় গ্রাহক আঙ্গিনা পরিদর্শন করেন
প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের সচিব ও তিতাস বোর্ড-এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সাইফুল্লা পান্না

বিভিন্ন ইকোনমিক জোনে গ্যাস সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্য:

শিল্পের বহুমুখীকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসি তার অধিভুক্ত এলাকায় অবস্থিত ২৪টি সরকারি ও বেসরকারি ইকোনমিক জোনে গ্যাস সরবরাহ অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

গ্যাস সরবরাহ অবকাঠামোযুক্ত ইকোনমিক জোনসমূহ:

উচ্চ ব্যাসের ও যথাযথ দৈর্ঘ্যের পাইপলাইনসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ সম্পন্ন করে নিম্নোক্ত ইকোনমিক জোনসমূহে গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে এবং বর্তমানে এসব ইকোনমিক জোনে শিল্প কার্যক্রম চলমান রয়েছে:

ক্র. নং	ইকোনমিক জোনের নাম	অবস্থান
১	মেঘনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমিক জোন	সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
২	মেঘনা বেসরকারি ইকোনমিক জোন	সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
৩	সিটি ইকোনমিক জোন	রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
৪	আকিজ ইকোনমিক জোন	ত্রিশাল, ময়মনসিংহ
৫	জামালপুর সরকারি ইকোনমিক জোন	হলিদাহাটা, জামালপুর

ইকোনমিক জোনসমূহে চলমান গ্যাস অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রম:

প্রয়োজনীয় গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত ইকোনমিক জোনসমূহে অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে অথবা চলমান রয়েছে:

ক্র. নং	ইকোনমিক জোনের নাম	অবস্থান	নির্মাণ কাজের বিবরণ
১	হামিদ ইকোনমিক জোন	ত্রিশাল, ময়মনসিংহ	১৬" ব্যাস × ১৪০ PSIG × ১০ কি.মি. পাইপলাইন (ত্রিশাল TBS হতে)
২	জাপানিজ ইকোনমিক জোন	আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ	২০" ব্যাস × ১০০০ PSIG × ৬ কি.মি. পাইপলাইন
৩	আব্দুল মোনেম ইকোনমিক জোন	গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ	১২" ব্যাস × ১৪০ PSIG × ৮ কি.মি. পাইপলাইন

এছাড়া, নিম্নোক্ত ইকোনমিক জোনসমূহে গ্যাস অবকাঠামো নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে:

ক) হোসেনদি ইকোনমিক জোন, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ।

খ) কুমিল্লা ইকোনমিক জোন, মেঘনাঘাট।

গ) কিশোরগঞ্জ ইকোনমিক জোন, কিশোরগঞ্জ ।

ঘ) বিসিক শিল্প এলাকা, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

ঙ) এপিআই ইকোনমিক জোন, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ ।

চ) বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক (BDHTPA) ইকোনমিক জোন।

ছ) বিসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, মুন্সিগঞ্জ।

জ) বে ইকোনমিক জোন, কোনাবাড়ি, গাজীপুর।

ভবিষ্যৎ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা:

অবশিষ্ট ৮ টি ইকোনমিক জোনে গ্যাস সরবরাহের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের ব্যয় প্রাক্কলন সংশ্লিষ্ট ইকোনমিক জোন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ইকোনমিক জোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রাক্কলিত অর্থ জমা প্রদান পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অপেক্ষাধীন রয়েছে। প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তির পরপরই উক্ত জোনসমূহে বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করা হবে।

Clean Development Mechanism (CDM) প্রকল্প:

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)-এ নিবন্ধিত ও United Nations Methodologies মোতাবেক Clean Development Mechanism (CDM) প্রকল্পটি ডেনমার্কের প্রতিষ্ঠান NE Climate A/S (NEAS) এর বিনিয়োগ ও কারিগরি সহায়তায় পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পের Project Design Document (PDD) মোতাবেক ২০১৭ সালে প্রকল্পের Baseline Study কার্যক্রমের আওতায় সর্বমোট ৫,৬৫,৯৫২টি আবাসিক ও বাণিজ্যিক রাইজার জরিপপূর্বক মোট ৩৫,২৫২ টি লিকেজযুক্ত রাইজার সনাক্তকরত: মেরামত করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে সর্বমোট ২০.৬৮ MMCFD গ্যাস লিকেজ বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। ২০১৭ সালে মেরামতকৃত রাইজারসমূহে পুনরায় গ্যাস লিকেজ সৃষ্টির বিষয়টি পরীক্ষাপূর্বক মেরামতের লক্ষ্যে প্রতিবছর ধারাবাহিক Monitoring কার্যক্রম হিসেবে বর্তমানে ৮ম Monitoring কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের প্রতিটি Monitoring কার্যক্রম সাফল্যের সাথে Verify হওয়ায় ২০১৮-২০২৩ পর্যন্ত মোট ২,৩২,৯৫,২০৮ tCO_2e ইস্যুকরতঃ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিক্রয়ের উপযুক্ততা লাভ করে এবং মোট ১,৪৮,০৩,৭৬০ tCO_2e বিক্রয় করা হয়েছে।

এছাড়া, প্রকল্পের মাধ্যমে সাশ্রয়কৃত গ্যাস শিল্পখাতে ব্যবহার করে দেশজ উৎপাদন (GDP) বৃদ্ধি এবং Green House Gas (GHG) গ্যাস নিঃসরণ কমিয়ে পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব হচ্ছে। বর্ণিত প্রকল্প চুক্তি অনুযায়ী ২০২৭ সাল পর্যন্ত চলমান থাকবে।

Verified Emission Reduction (VER)/VERRA প্রকল্প:

CDM প্রকল্পের সাফল্য বিবেচনায় কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ এর ৭৮৫ তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০২০ সালে Verified Emission Reduction (VER) শীর্ষক নতুন একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। NE Climate A/S (NEAS), Denmark এর আর্থিক বিনিয়োগ ও কারিগরি সহায়তায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২১ সালে কোম্পানির সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করা হয়। উক্ত প্রকল্পের আওতাধীন নির্দিষ্ট এলাকায় প্রায় ১,৪৩,৩৯৪টি রাইজার পরিদর্শনপূর্বক মোট ১৭,০৭২টি লিকেজযুক্ত রাইজার সনাক্তকরত: মেরামত করা হয়েছে। বর্তমানে ৬ষ্ঠ Monitoring কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং Verification কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

CDM ও VERRA প্রকল্পদ্বয়ের Denmark এর investor এর সাথে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়

ভবিষ্যৎ উন্নয়ন কার্যক্রম ও প্রকল্প

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ,

ভবিষ্যতে বাস্তবায়নের জন্য যে সকল কার্যক্রম/প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আপনাদের অবগতির জন্য উপস্থাপন করছি:

২০২৫-২৬ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনাঃ

১। হাইটেক সিটি-২, কালিয়াকৈর গাজীপুর ডিআরএস এলাকায় বাউন্ডারি ওয়াল, কন্ট্রোল বিল্ডিং এবং রাস্তা নির্মাণসহ অন্যান্য পূর্ত কাজ।

২। সাভার চামড়া শিল্প এলাকা, হেমায়েতপুর, সাভার, ঢাকা এলাকায় নির্মিতব্য ডিআরএস সহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ।

৩। তিতাস অধিভুক্ত এলাকার বিভিন্ন স্থানে রাস্তা, ওয়াকওয়ে ও ড্রেনেজ, নিরাপত্তা কক্ষ/চৌকি, গার্ডরুম ও আনসার শেড, ডিআরএস টিবিএস এর পাইপ সাপোর্ট ও মেঝে পাকা ইত্যাদি নির্মাণ কাজ।

৪। প্রধান কার্যালয় ভবনসহ তিতাসের আওতাধীন নিজস্ব ও ভাড়াকৃত অফিস ভবনের অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জাসহ অন্যান্য কাজ।

৫। দনিয়া ডিআরএস এলাকায় সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।

৬। ডেমরাস্থ তিতাস গ্যাস আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের বিদ্যমান অডিটোরিয়ামের অ্যাকোস্টিক প্যানেল প্রতিস্থাপনসহ মেরামত কাজ।

৭। মিরপুর ডিওএইসএস DRS এ নিরাপত্তা শেড নির্মাণ।

৮। মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট মিনি DRS এ নিরাপত্তা শেড নির্মাণ।

৯। আমিনবাজার DRS এ নিরাপত্তা শেড নির্মাণ।

১০। তিতাস গ্যাস গাজীপুর অফিস কম্পাউন্ডের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ও উঁচু করণ, উত্তর পাশের পুরাতন দেওয়াল অপসারণ, গোলাকার কাঁটাতারের বেষ্টনী স্থাপন, বিদ্যমান আরসিসি রাস্তা উঁচু করণ, ওয়াকওয়ে ও পানি নিষ্কাশন ড্রেন নির্মাণ, মাটি ভরাটসহ অন্যান্য কাজ।

১১। তিতাস গ্যাস অফিস (জয়দেবপুর) গাজীপুরে অবস্থিত অফিসার্স কোয়ার্টারের সামগ্রিক মেরামত ও সংস্কার কাজ।

১২। উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (গাজীপুর) এর কার্যালয়ের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ।

১৩। আবিবি- সাভার অফিসের নিচতলার ফ্লোর উঁচুকরণ, ফ্রন্ট ডেস্ক নির্মাণ, টয়লেট সংস্কার এবং অন্যান্য কাজ।

১৪। তিতাস গ্যাস, গাজীপুর এর আওতাধীন ভুরুলিয়া ভাল্ব স্টেশন এবং জয়দেবপুর সিজিএস এর অভ্যন্তরীণ জায়গায় মাটি ও পাথর ভরাটসহ অন্যান্য কাজ।

১৫। উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (গাজীপুর) এর কার্যালয়ে বিদ্যমান মসজিদের ফ্লোর উঁচুকরণ, টাইলস স্থাপন, অজুখানা ও টয়লেট নির্মাণ এবং সংশ্লিষ্ট কাজ।

১৬। জোবিঅ- মানিকগঞ্জ অফিস ভবনের ছাদ ও বীম মেরামত, সীমানা প্রাচীর মেরামত, মাটি ভরাটকরণ এবং ড্রেন নির্মাণ সংক্রান্ত কাজ।

১৭। উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ময়মনসিংহ) এর আওতাধীন আবিবি-ভালুকার অধীনস্থ জোবিঅ-কিশোরগঞ্জ অফিস কম্পাউন্ড এর অভ্যন্তরে পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ, বিদ্যমান ড্রেন মেরামত এবং রাস্তার পানি ভিতরে প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধা প্রদানের জন্য র‍্যাম্প নির্মাণ কাজ।

১৮। উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ময়মনসিংহ) এর কার্যালয়ের অফিস কম্পাউন্ডে অবস্থিত কর্মকর্তা আবাসিক কোয়ার্টারে সংস্কার ও মেরামত কাজ।

১৯। উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ময়মনসিংহ) এর আওতাধীন ভালুকা টিবিএস এর অভ্যন্তরে আনসার শেড তৈরী ও সীমানা প্রাচীরের প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ।

২০। সিস্টেম অপারেশন এন্ড মেইনটেনেন্স-ময়মনসিংহ শাখার আওতাধীন বিভিন্ন টিবিএস, ডিআরএস এর আএমএস শেড নির্মাণ ও আরএমএস পাকাকরণ কাজ।

২১। উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ময়মনসিংহ) এর অফিস ভবনের ৪র্থ তলা সম্প্রসারণ কাজ।

২২। উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ময়মনসিংহ) এর রেস্ট হাউজ এর ৩য় তলা সম্প্রসারণ কাজ।

২৩। মেসার্স কালিয়া রেপলিকা লি. প্লট নং-২০২, নয়াপাড়া, মির্জাপুর, গাজীপুর এর ব্যয়ে ৩ ইঞ্চি ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি × ১৮.৩০ মিটার এবং ২ ইঞ্চি ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি × ১মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ কাজ।

২৪। মেসার্স তিনা সোয়েটার্স লি., ইসলামপুর, কড্ডা, গাজীপুর এর ব্যয়ে ৮ ইঞ্চি ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি × ৩৪২ মিটার বিতরণ এবং ৩ ইঞ্চি ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি × ৯মিটার ও ২ ইঞ্চি ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি × ৯মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ কাজ।

২৫। মেসার্স জেমটেক্স কম্পোজিট লি., মুলাইদ, মাওনা, শ্রীপুর, গাজীপুর এর ব্যয়ে ৪ ইঞ্চি ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি × ১৮ মিটার বিতরণ ও ৩ ইঞ্চি ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি × ১মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ কাজ।

২৬। মেসার্স ক্যাজুয়াল ওয়াশিং লি., টংগাবাড়ী, সাভার, ঢাকা এর ব্যয়ে ৮ ইঞ্চি ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি × ৩০০ মিটার বিতরণ ও ৩ ইঞ্চি ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি × ১৮.৩ মিটার সার্ভিস লাইন নির্মাণ কাজ। কাজটি বিতরণ লাইন নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে। সার্ভিস লাইন নির্মাণ ও টাই-ইন কাজ অবশিষ্ট আছে।

২৭। তারা মিয়া সড়ক, গেন্ডা, সাভার রোডে বিদ্যমান ৪" × ৫০ এবং ২" × ৫০ পিএসআইজি বিতরণ লাইনের আংশিক স্থানান্তর ও নির্মাণ কাজ। কাজটি বাস্তবায়নের জন্য ঠিকাদার নিয়োগ এর লক্ষ্যে টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

২৮। খান বাহাদুর আওলাদ হোসেন কলেজ, শিববাড়ী রোড, মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ এলাকায় বিদ্যমান ৪" Φ × ৫০ পিএসআইজি ক্ষতিগ্রস্থ বিতরণ লাইন প্রতিস্থাপনপূর্বক নতুন বিতরণ লাইন নির্মাণ কাজ। কাজটি বাস্তবায়নের জন্য ঠিকাদার নিয়োগ এর লক্ষ্যে টেন্ডার কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(১) প্রকল্পের নাম: Dhaka and Narayanganj Gas Network Infrastructure Improvement

ঢাকা ও নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বর্তমান ও ভবিষ্যত গ্রাহকদের গ্যাস সরবরাহ বৃদ্ধি, স্বল্পচাপ পরিস্থিতি নিরসন, গ্যাস লিকেজ জনিত অপচয় রোধ, গ্যাস লিকেজ জনিত দূর্ঘটনা প্রতিরোধ, কার্বণ নিঃসরণ হ্রাস সহ জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা প্রদান করা এবং টিজিটিডিপিএলসি'র গ্রাহকদের উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় তিতাস অধিভুক্ত ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় গ্যাস স্টেশনের আপস্ট্রীম এবং ডাউনস্ট্রীম-এ ২৭৮১.৪৬ কিলোমিটার পাইপলাইন স্থাপন, গ্যাস সরবরাহ সক্ষমতা ২৭৫ এমএমসিএফডি থেকে ১০০৮ এমএমসিএফডিতে উন্নীতকরণ, গ্যাস লিকেজ রোধ করে প্রতি মাসে গ্যাস লিকেজ জনিত দুর্ঘটনা ৬৬টিতে নামিয়ে আনাসহ প্রতি বছর কার্বণ নির্গমন ২.০৬ মিলিয়ন টন কার্বন ডাই-অক্সাইড সমতুল্য (CO_2-e) হতে কমিয়ে ০.৫০ মিলিয়ন টন কার্বন ডাই-অক্সাইড সমতুল্য (CO_2-e) করা, ৫৫০০ কিলোমিটার গ্যাস পাইপলাইনের জিআইএস নক্সা প্রণয়ন এবং ১৮টি গ্যাস স্টেশনে স্ক্যাডা সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে টিজিটিডিপিএলসি'র গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্কের আধুনিকীকরণ করা হবে। এ প্রকল্পটি New Development Bank (NDB), জিওবি ও টিজিটিডিপিএলসি'র নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে গত ০৫-০৫-২০২৪ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ হতে জিওবি অর্থায়নের বিষয়ে সম্মতি এবং গত ৩০-০৬-২০২৪ তারিখে কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নের বিষয়ে ছাড়পত্র/Liquidity Certificate পাওয়া গিয়েছে। New Development Bank (NDB)-এর পরামর্শ অনুযায়ী প্রকল্পের Environmental & Social Impact Assessment (ESIA) এবং Resettlement Action Plan (RAP) তৈরির মাঠ পর্যায়ের কাজ সমাপ্ত হয়েছে, চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। গত ২১-০৫-২০২৫ তারিখে এ প্রকল্পের প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি)-এর সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি-এর সুপারিশ অনুযায়ী প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের প্রস্তাবিত মেয়াদকাল জানুয়ারী ২০২৬- জুন ২০৩১ নির্ধারিত রয়েছে।

(২) প্রকল্পের নাম: Natural Gas Network Capacity and Supply Efficiency Improvement Project of Titas Gas

বৈদেশিক সহায়তা অনুসন্ধান কমিটির গত ১৭-১০-২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে টিজিটিডিপিএলসি কর্তৃক প্রক্রিয়াধীন তিনটি গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন প্রকল্পকে একত্রিত করে প্রস্তাবিত "Natural Gas Network Capacity and Supply Efficiency Improvement Project of Titas Gas" শীর্ষক প্রকল্প শিরোনামে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পে বৈদেশিক ঋণ প্রাপ্তির লক্ষ্যে অনুমোদিত পিডিপিপি ২৪-০৪-২০২৪ তারিখে ইআরডি হতে New Development Bank (NDB) বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে, NDB-কে কোম্পানি ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য/উপাত্ত প্রদানের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের প্রস্তাবিত মেয়াদকাল জানুয়ারী ২০২৬- ডিসেম্বর ২০৩০ নির্ধারিত রয়েছে। প্রকল্পটি তিনটি প্রধান কম্পোনেন্ট-এ বিভক্ত করা হয়েছে, যার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:

(ক) কম্পোনেন্ট-১: জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ ৪-লেন মহাসড়কে টিজিটিডিপিএলসি'র বিদ্যমান গ্যাস নেটওয়ার্ক প্রতিস্থাপন

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক জয়দেবপুর মোড় হতে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ মোড় পর্যন্ত ৪-লেন বিশিষ্ট রাস্তা জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণের ফলে মহাসড়কের মাঝামাঝি পড়ে যাওয়া কোম্পানির বিদ্যমান বিতরণ নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা ঝুঁকি, রক্ষণাবেক্ষণ, নতুন গ্রাহক সংযোগ ও লোডবৃদ্ধি সহ নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং গ্রাহক সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে এ কম্পোনেন্টের আওতায় বর্ণিত মহাসড়কের উভয়পার্শ্বে ১৬" - ২০" ব্যাসের ১৯৪ কি.মি. বিতরণ পাইপ লাইন ও ২০" ও ২৪" ব্যাসের ৩ কি.মি. হেডার নির্মাণ, ইপিসি ভিত্তিতে এইচডিডি পদ্ধতিতে ০২টি নদীর ০৭টি স্থানে অতিক্রমণ, বিদ্যমান গ্রাহকদের পুনঃসংযোগের জন্য ৩/৪"- ৮" ব্যাসের প্রায় ১৮ কি.মি. পাইপ লাইন নির্মাণ, ০১টি CGS নির্মাণ ও ০৩ টি গ্যাস স্টেশন মডিফিকেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহককে প্রায় ৭৫৯ এমএমসিএফডি গ্যাস সরবরাহ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(খ) কম্পোনেন্ট-২: SASEC সড়ক সংযোগ প্রকল্পে ঢাকা-টাঙ্গাইল ৪-লেন মহাসড়কে টিজিটিডিপিএলসি'র বিদ্যমান গ্যাস নেটওয়ার্ক প্রতিস্থাপন

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক SASEC সংযোগ সড়ক প্রকল্পের আওতায় জয়দেবপুরের ভোগড়া বাইপাস হতে টাঙ্গাইলের এলেঙ্গা পর্যন্ত বিদ্যমান সড়কটিকে মাঝখানে ডিভাইডারসহ উভয়পার্শ্বে সম্প্রসারণ করে ৪-লেন বিশিষ্ট জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণের ফলে মহাসড়কের মাঝামাঝি পড়ে যাওয়া কোম্পানির বিদ্যমান বিতরণ নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা ঝুঁকি, রক্ষণাবেক্ষণ, নতুন গ্রাহক সংযোগ ও লোড বৃদ্ধি সহ নিরবছিন্ন গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা ও গ্রাহক সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে এ কম্পোনেন্টের আওতায় ঢাকা-টাঙ্গাইল ৪-লেন মহাসড়কের উভয়পার্শ্বে ১৬" ও ২০" ব্যাসের ৫০-১৪০ পিএসআইজি চাপের প্রায় ২২০.০২২ কি.মি. বিতরণ পাইপলাইন এবং ৩/৪" - ৮" ব্যাসের ৭ কি.মি. সার্ভিস লাইন, ০১টি নতুন CGS/TBS নির্মাণ ও ০২ টি গ্যাস স্টেশন মডিফিকেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহককে প্রায় ৪৩০ এমএমসিএফডি গ্যাস সরবরাহ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(গ) কম্পোনেন্ট-৩: তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসি-এর প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ সক্ষমতা উন্নয়ন

তিতাস গ্যাস অধিভুক্ত টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, আরিচা, সাটুরিয়া, ধামরাই, সাভার ও তৎসংলগ্ন শিল্পবর্ধিষ্ণু এলাকায় গ্যাসের স্বল্পচাপ সমস্যা দূরীকরণ এবং শিল্পায়ন ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে এ কম্পোনেন্টের আওতায় এলেঙ্গাস্থ জিটিসিএল কম্প্রেসর স্টেশন হতে মানিকগঞ্জ পর্যন্ত ২৪" ব্যাসের ১০০০ পিএসআইজি চাপের প্রায় ৬২.০৫২ কি.মি. সঞ্চালন লাইন নির্মাণ, মানিকগঞ্জ হতে ধামরাই পর্যন্ত ২০" ব্যাসের ৩০০ পিএসআইজি চাপের প্রায় ২২.৭৫২ কি.মি. বিতরণ মেইন লাইন নির্মাণ, ইপিসি ভিত্তিতে এইচডিডি পদ্ধতিতে ১৮টি স্থানে নদী অতিক্রমণ এবং এলেঙ্গাতে ০১ টি IMS, মানিকগঞ্জে ০১ টি CGS ও ধামরাই-এ ০১ টি TBS নির্মাণ করতঃ মিটারিং ব্যবস্থা ও লোড ব্যবস্থাপনা সুবিধাদি প্রবর্তন করাসহ প্রকল্পভুক্ত এলাকায় বিদ্যমান ও নতুন গ্রাহকদের প্রায় ২৮০ এমএমসিএফডি গ্যাস সরবরাহ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত উন্নয়ন কার্যক্রম:

তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নরূপ:

- কোম্পানির চলমান Web Based Integrated System টি Bangladesh Computer Council (BCC) -এর National Data Center এর Cloud এ চলমান রয়েছে;
- কোম্পানির আইসিটি ডিভিশনের তত্ত্বাবধানে কোম্পানির কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের Automated Pension Module Software টি ইতিমধ্যে In-house Develop করা হয়েছে এবং বর্তমানে তা চলমান আছে;
- মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে কোম্পানির ওয়েব পোর্টাল বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়নে অন্তর্ভূক্তকরনের লক্ষ্যে পুরাতন domain titasgas.org.bd হতে নতুন domain titasgas.gov.bd তে পরিবর্তিত করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন হতে www.titasgas.gov.bd চলমান আছে;
- গ্রাহকগণ অনলাইন ব্যাংকিং সুবিধা সম্বলিত ৩৮টি ব্যাংকের যে কোন ব্রাঞ্চ থেকে গ্যাস বিল পরিশোধ করতে পারছেন এবং কেন্দ্রীয় সার্ভারে গ্রাহক লেজার হালনাগাদ হচ্ছে;
- মিটারযুক্ত ও মিটারবিহীন গ্রাহকরা বর্তমানে রকেট, উপায় ও বিকাশের মাধ্যমে গ্যাস বিল পরিশোধ করতে পারছেন;
- কোম্পানিতে স্থাপিত নিজস্ব কল সেন্টার এর ১৬৪৯৬ এর নম্বরটি ২৪(চব্বিশ) ঘন্টা চালু থাকে বিধায় যে কোন ব্যক্তি সরাসরি যোগাযোগপূর্বক প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পারেন অথবা যে কোন বিষয়ে অভিযোগ জানাতে পারেন;
- সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে তাদের বেতন, বোনাস ইত্যাদি তথ্য এসএমএস-এর মাধ্যমে নিয়মিত জানানো হচ্ছে;
- গ্রাহকগণ অনলাইন ব্যাংকিং সুবিধা সম্বলিত ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে বিল পরিশোধ করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কেন্দ্রীয় সার্ভার হতে Acknowledgement SMS গ্রাহক বরাবর প্রেরণ করা হচ্ছে;
- ইন্টিগ্রেটেড একাউন্টিং সফটওয়্যারের মাধ্যমে কোম্পানির বার্ষিক/অর্ধ-বার্ষিক হিসাবসহ চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করা সহজতর হয়েছে এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে হিসাব চূড়ান্ত করা সম্ভব হচ্ছে;
- কোম্পানির ওয়েবসাইট মন্ত্রনালয়ের নির্দেশ অনুসারে হালনাগাদ, পরিমার্জিত ও Update করা হয়;
- বিসিসি'র তত্ত্বাবধানে তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি এর গ্রাহক ফাইলসমূহ ডিজিটাল আর্কাইভ করার কার্যক্রম চলমান আছে;
- বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এর প্রযুক্তিগত সহায়তায় তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি এর শিল্প ও ক্যাপটিভ পাওয়ার গ্রাহকদের জন্য নতুন শিল্প সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে অনলাইনে একটি ওয়ান স্টপ সার্ভিস (ওএসএস) অ্যাপ্লিকেশন সফ্টওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। উক্ত সফ্টওয়্যারটি বর্তমানে বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (BIDA) এর "ওয়ান-স্টপ সার্ভিস পোর্টাল" ও টিজিটিডিপিএলসি'র ওয়েব পোর্টালে চলমান আছে।
- কাস্টমার পোর্টাল এর তিতাস গ্যাসের অনলাইন সেবা প্লাটফর্ম যেখানে গ্রাহকরা বিল দেখাসহ অভিযোগ ও সেবা সংক্রান্ত তথ্য গ্রহণ করতে পারেন।
- ফেসবুক পেইজ এ অফিসিয়াল সামাজিক যোগাযোগ প্লাটফর্ম, যেখানে প্রতিষ্ঠানের খবর, বিজ্ঞপ্তি ও গ্রাহকসেবা সম্পর্কিত আপডেট প্রকাশ করা হয়।
- নতুন অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী বিভিন্ন দপ্তরের চাহিদা মোতাবেক টেন্ডারের মাধ্যমে কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়ের কাজ চলমান রয়েছে।
- কোম্পানির ২য় তলায় স্থাপিত বিদ্যমান সাউন্ড সিস্টেমের আপগ্রেডেশন কাজ চলমান রয়েছে।
- সাইবার হামলা মোকাবেলা ও ডেটা সিস্টেমকে আরো শক্তিশালী, সুরক্ষিত করার জন্য RMAN (Recovery Manager) নামক Oracle Database – এর একটি tool enable করণের কাজ প্রক্রিয়াধীন।
- BERC -এর চাহিদা অনুযায়ী তাদের বিদ্যমান Software এর সাথে তিতাস গ্যাস টিএন্ডডিপিএলসি'র Accounting Module ইন্টিগ্রেশন কার্যক্রম ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করে ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে।

অবৈধ গ্যাস সংযোগ উচ্ছেদ সংক্রান্ত তথ্য

অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/পাইপলাইন অপসারণঃ

গ্যাস কারচুপি ও অবৈধ গ্যাস ব্যবহার রোধকল্পে কেন্দ্রীয় ভিজিল্যান্স বিভাগ, আঞ্চলিক ভিজিল্যান্স বিভাগ ও রাজস্ব জোনসমূহ কর্তৃক শিল্প, সিএনজি, ক্যাপটিভ পাওয়ার, বাণিজ্যিক ও আবাসিক শ্রেণীর গ্রাহক আঙিনা নিয়মিত পরিদর্শন এবং পরিদর্শনকালে কোন অসঙ্গতি পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিকভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২০৬টি মোবাইল কোর্ট এবং ৩৭২টি কোম্পানির নিজস্ব অভিযানে উৎসমুখ চিহ্নিত ১২৬৭টি পয়েন্টে প্রায় ২১০ কিলোমিটার অবৈধ পাইপলাইনের গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করা হয়েছে এবং এতে প্রায় ১,০৬,৪৫৯ টি বার্নারের অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এছাড়া, পরিদর্শনকালে গ্রাহক আঙিনায় বিভিন্ন ধরণের অসঙ্গতির কারণে আলোচ্য অর্থবছরে ৩৪১টি শিল্প, ৭৩টি ক্যাপটিভ, ১৫১টি বাণিজ্যিক ও ১১টি সিএনজি গ্রাহকের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়।

অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ অভিযান

২০২৪-২৫ অর্থবছরে গ্যাস সরবরাহ পরিস্থিতিঃ

তিতাস গ্যাস নেটওয়ার্কে দৈনিক প্রায় ১৯৫০ এমএমসিএফ চাহিদার বিপরীতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে পেট্রোবাংলা কর্তৃক বরাদ্দকৃত গ্যাসের পরিমাণ দৈনিক গড়ে ১৪৯৭ এমএমসিএফ। একই সময়ে তিতাস গ্যাস নেটওয়ার্কে প্রকৃত গ্যাস সরবরাহ ছিল দৈনিক গড়ে ১৪৬৮ এমএমসিএফ যা চাহিদার তুলানায় খুবই অপ্রতুল। এর প্রেক্ষিতে তিতাস অধিভুক্ত এলাকায় গ্যাসের স্বল্পচাপ সমস্যা বিরাজমান ছিল।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে টিজিটিডিপিএলসি'র অধিভুক্ত এলাকায় দৈনিক গড়ে ১৪৬৮ এমএমসিএফ গ্যাস সরবরাহের বিপরীতে পিডিবির চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রে দৈনিক গড়ে ২৬৫ এমএমসিএফ গ্যাস সরবরাহ করা হয়েছে।

গ্যাস সরবরাহ পরিস্থিতি উন্নয়নে গৃহীত ব্যবস্থাদিঃ

গ্যাসের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে সিস্টেম লস হ্রাস করার নিমিত্ত তিতাস নেটওয়ার্কে নিয়মিত অবৈধ উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। এছাড়া, লিকেজ জনিত লস হ্রাসের জন্য ভেহিক্যাল মাউন্টেড মোবাইল গ্যাস ডিটেকশন ইউনিট এবং পোর্টেবল গ্যাস ডিটেক্টরের মাধ্যমে গ্যাস পাইপলাইন ও গ্যাস স্টেশনে ছিদ্র জরীপ ও লিকেজ মেরামত কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। পাইপলাইনের প্রোটেকশন সিস্টেম হিসেবে সিপি কার্যক্রম আরো জোরদার করা হয়েছে।

অধিকন্তু, গ্যাস সরবরাহ পরিস্থিতি উন্নয়নে এলেঙ্গা মানিকগঞ্জ ২৪" সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ, জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ ৪ লেন মহাসড়কের উভয়পাশে উচ্চতর ক্যাপাসিটির বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ, ঢাকা-টাঙ্গাইল ৪ লেন মহাসড়কের উভয়পাশে উচ্চতর ক্যাপাসিটির বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ, হরিপুর-সৈয়দপুর উচ্চচাপ ও ক্ষমতার ডিস্ট্রিবিউশন মেইন পাইপলাইন নির্মাণসহ কোম্পানির বিভিন্ন এলাকায় বিতরণ নেটওয়ার্কের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, নেটওয়ার্কের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কতিপয় নতুন গ্যাস স্টেশন নির্মানসহ বিদ্যমান স্টেশন সমূহের মডিফিকেশনের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

বিপণন ও অপারেশনাল কার্যক্রম

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

আলোচ্য অর্থবছরের বিপণন ও অপারেশনাল কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী আপনাদের সদয় অবগতির জন্য উপস্থাপন করছি।

গ্যাস ক্রয় ও বিক্রয়:

কোম্পানির বিপণন ব্যবস্থায় গ্যাসের চাহিদা থাকলেও জাতীয় পর্যায়ে উৎপাদন ঘাটতি থাকায় পেট্রোবাংলার বরাদ্দ অনুসারে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে গ্যাস ক্রয় ও বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ১৫,৪৭০.০০ ও ১৪,০৫৪.৪৭ মিলিয়ন ঘনমিটার নির্ধারণ করা হয়, যার বিপরীতে প্রকৃত গ্যাস ক্রয় ও বিক্রয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ১৫,১৫৩.৫২ ও ১৩,৭১৭.৯৮ মিলিয়ন ঘনমিটার।

বিগত পাঁচ বছরের গ্রাহকভিত্তিক গ্যাস ক্রয়-বিক্রয়ের পরিসংখ্যান প্রদর্শিত হলো:

(এমএমসিএম)

গ্রাহক শ্রেণি	২০২০-২০২১		২০২১-২০২২		২০২২-২০২৩		২০২৩-২০২৪		২০২৪-২০২৫	
	ক্রয়	বিক্রয়	ক্রয়	বিক্রয়	ক্রয়	বিক্রয়	ক্রয়	বিক্রয়	ক্রয়	বিক্রয়
বিদ্যুৎ	১,৯৩৭.৫২	১,৮৯৮.৪৪	১,৬৯০.৭৬	১,৬৫৬.৬৯	৩,৪২১.৫৬	৩,২৮৫.১৫	৩,৬২৩.৬৯	৩,৪৫৮.৬০	২,৯৩২.৪৭	২,৭৫১.৯৩
বিদ্যুৎ (বেসরকারি)	১,৭২৪.০৫	১,৬৮৯.০৩	১,৫১৪.৬৩	১,৪৮৪.০০	*	*	*	*	*	*
সার	৩৮১.৬৬	৩৭৩.৭৫	৩১৬.৬৮	৩১০.০৪	২২৮.৭৪	২১৫.৬৮	৫৩০.৮৫	৫০৭.১৮	৭১৯.১৮	৬৭৩.৩১
শিল্প	৪,৩৩০.৫৩	৪,২৪৩.৯৮	৪,৫৩৪.৭৪	৪,৪৪৩.৪৩	৪,২৩৯.৪৩	৪,০৭৫.২৬	৪,০২৪.৫৫	৩,৮৪২.০০	৩,৯৯০.২২	৩,৭৩৭.৭১
ক্যাপটিভ পাওয়ার	৪,৬৭২.৬৭	৪,৫৭৯.৩০	৪,৮৮৭.৭৭	৪,৭৮৯.৭৯	৪,৫০৪.২১	৪,৩৩০.২৮	৪,২৬৮.৯২	৪,০৭৬.৪৩	৪,২৫৮.৮৮	৩,৯৮৯.৫৪
সিএনজি	৫৩২.৪৪	৫২১.৮১	৫৮২.১০	৫৭০.৪৪	৬৯০.৬৫	৬৬৩.১৬	৭৫৮.০০	৭২৩.৫২	৭৭৫.০২	৭২৬.৫৫
বাণিজ্যিক	৭৮.৫১	৭৬.৯৫	৮০.১৭	৭৮.৫৬	৭৫.৪০	৭২.৪১	৬৮.২৩	৬৫.১৯	৭৬.৭৩	৭২.০৯
আবাসিক	২,৫২৫.৪২	২,৪৭৫.০১	২,৩৭১.৪২	২,৩২৩.৯৪	২,১০৫.৩২	১,৮১৭.৪৭	২,৪২৪.৩৪	১,৮২২.১৭	২,৪০১.০২	১,৭৬৬.৮৫
মোট	**১৬,১৮২.৮০**	**১৫,৮৫৮.২৭**	**১৫,৯৭৮.২৭**	**১৫,৬৫৭.২৯**	**১৫,২৬৫.৩১**	**১৪,৪৫৯.৪১**	**১৫,৬৯৮.৫৯**	**১৪,৪৯৫.০৯**	**১৫,১৫৩.৫২**	**১৩,৭১৭.৯৮**

*জুলাই ২০২২ সাল থেকে তিতাস গ্যাস বিইআরসি'র আদেশ এবং পেট্রোবাংলার নির্দেশনা অনুযায়ী গ্যাস ব্যবহারের প্রত্যয়ন পত্র (Breakdown Certificate) তৈরি করছে। ঐ সময়ে, বিদ্যুৎ (বেসরকারি) ক্যাটাগরি ক্যাপটিভ পাওয়ার রেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। ফলে, ২০২২-২০২৩, ২০২৩-২০২৪ ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রাইভেট পাওয়ার ক্যাটাগরি অপসারণ করে তা ট্যারিফ রেট অনুযায়ী পাওয়ার, ক্যাপটিভ পাওয়ার ও শিল্প ক্যাটাগরির অধীনে দেখানো হয়েছে।

আলোচ্য অর্থবছরে ক্রয়কৃত ১৫,১৫৩.৫২ এমএমসিএম গ্যাস এর বিপরীতে মোট বিক্রিত গ্যাসের পরিমাণ ১৩,৭১৭.৯৮ এমএমসিএম। ফলে ১,৪৩৫.৫৪ এমএমসিএম গ্যাস সিস্টেম লস বাবদ ক্ষতি হয়েছে, যার শতকরা হার ৯.৪৭% (বিইআরসি কর্তৃক অনুমোদিত গ্রহণযোগ্য সিস্টেম লস ২%)।

ডেমরা সিজিএস এর মডিফিকেশন কার্যক্রম

আর্থিক কার্যক্রম

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

আমি এখন আলোচ্য অর্থবছরের আর্থিক কর্মকাণ্ডের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আপনাদের সদয় অবগতির জন্য উপস্থাপন করছি।

রাজস্ব ও আদায় :

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কোম্পানি তার গ্রাহক প্রান্তে মোট ১৩,৭১৭.৯৮ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস বিক্রয় করে ৩৩,৬০৬.৫৯ কোটি টাকা এবং মিটার ভাড়া, ডিমান্ড চার্জ, গ্যাসের তাপন মূল্য ও সারচার্জসহ সর্বমোট ৩৫,১৪০.৭৪ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করেছে, যার পরিমাণ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ছিল ৩৫,৪৭২.০৬ কোটি টাকা। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ৩৫,১৪০.৭৪ কোটি টাকা রাজস্ব আয়ের বিপরীতে বকেয়া রাজস্বসহ ৩৪,৩২৮.০৯ কোটি টাকা আদায় হয়েছে, যা পাওনার তুলনায় ৮১২.৬৫ কোটি টাকা কম।

বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যে অবৈধ গ্যাস সংযোগ উচ্ছেদ অভিযান

আর্থিক ফলাফল:

পূর্ববর্তী অর্থবছরের সঙ্গে তুলনামূলক আর্থিক ফলাফলের একটি চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

(কোটি টাকা)

বিবরণ	২০২৪-২০২৫	২০২৩-২০২৪	(হ্রাস)/বৃদ্ধি
পরিশোধিত মূলধন	৯৮৯.২২	৯৮৯.২২	-
শেয়ার মানি ডিপোজিট	৩৫১.৬২	৩৫১.৬২	-
রিজার্ভ ফান্ড	৮০.৮৮	৮০.৯১	(০.০৩)
রিভ্যালুয়েশন সারপ্লাস	৩,৩৩৬.৫৯	৩,৩৩৬.৫৯	-
রাজস্ব সঞ্চিতি	৪,১৫৭.২৯	৪,৯৫০.৬৬	(৭৯৩.৩৭)
দীর্ঘমেয়াদী দায়	৫,২২৬.৬৩	৪,৯৭৫.৪২	২৫১.২১
চলতি দায়	২৪,০৬৪.৭০	২০,৩৮৪.৮৮	৩,৬৭৯.৮২
স্থায়ী সম্পদ	১১,০৯৭.১৭	১১,০৯৭.৭৪	(০.৫৭)
চলতি সম্পদ	২৭,১০৯.৭৬	২৩,৯৭১.৫৬	৩,১৩৮.২০
বিক্রয় ও অন্যান্য পরিচালনা আয়	৩৫,৪২৮.৮৯	৩৫,৬৯২.৯২	(২৬৪.০৩)
বিক্রিত পণ্যের ক্রয় মূল্য	৩৫,৪০৭.৭৭	৩৫,৩৬৫.৪৫	৪২.৩২
মোট লাভ	২১.১২	৩২৭.৪৬	(৩০৬.৩৪)
প্রশাসনিক খরচ	৬৪৬.৪৬	৬০৫.৩৭	৪১.০৯
ট্রান্সমিসন ও ডিস্ট্রিবিউশন খরচ	২০.৯৭	২৩.০৫	(২.০৮)
অপরিচালনা আয়	৫৭৮.৮৫	৪০৮.৮৫	১৭০.০০
করপূর্ববর্তী মুনাফা/(ক্ষতি)	(৬৬.৮৯)	১২৮.১৫	(১৯৫.০৪)
আয়কর খরচ	৭০৫.১৬	৮৭২.২৩	(১৬৭.০৭)
করপরবর্তী মুনাফা/(ক্ষতি)	(৭৭২.০৪)	(৭৪৪.০৮)	(২৭.৯৬)
শেয়ার প্রতি আয়/(ক্ষতি) (টাকা)	(৭.৮০)	(৭.৫২)	(০.২৮)

কোম্পানির ২০২৩-২৪ অর্থবছরে লভ্যাংশ বাবদ ৪৯.৪৬ কোটি টাকা Retained earnings হতে স্থানান্তর, অবচয় তহবিলের বিনিয়োগের উপর সুদ ২৮.১৩ কোটি টাকা অবচয় ফান্ড হতে Retained earnings-এ যোগ হওয়ায় এবং চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে নীট ক্ষতি ৭৭২.০৪ কোটি টাকা Retained earnings-এর বিপরীতে সমন্বয় হওয়ায় সামগ্রিকভাবে Retained earnings ৭৯৩.৩৭ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ৪,৯৫০.৬৬ কোটি টাকা থেকে ৪,১৫৭.২৯ কোটি টাকা হয়েছে।

আলোচ্য অর্থবছরে দীর্ঘ মেয়াদী দায়ের মধ্যে গ্রাহক জামানতের পরিমাণ ২৩৮.০৫ কোটি টাকা, Retirement obligations -এর দায় ৪৩.৪২ কোটি টাকা, Leave Pay খাতে ০.২৮ কোটি টাকা ও Deferred Tax Liability খাতে ২৫.৭৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে, Depreciation Fund এর দায় ২৮.১৩ কোটি টাকা Retained earnings এ স্থানান্তর ও বৈদেশিক ঋণ ২৮.১৪ কোটি টাকা চলতি দায়ে স্থানান্তর হওয়ায় সামগ্রিকভাবে এ খাতে ২৫১.২১ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

আলোচ্য অর্থবছরে চলতি দায় মোট ৩,৬৭৯.৮২ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়। তন্মধ্যে গ্যাস ক্রয়ের বিপরীতে দেনা ৩,০৬১.৯০ কোটি টাকা বৃদ্ধি ও Provision for income tax খাতে ৬৭৯.৪২ কোটি টাকা দায় বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে, Liability for expense খাতে ৫৫.২৭ কোটি টাকা হ্রাস পেয়েছে।

চলতি সম্পদ ৩,১৩৮.২০ কোটি টাকা বৃদ্ধির মধ্যে Trade receivables খাতে ৭৭৮.৭০ কোটি টাকা, Advances, Deposits and prepayments খাতে ৬৭৯.০০ কোটি টাকা, নগদ ও ব্যাংক খাতে ১,৬১০.২৮ কোটি টাকা, Inventory খাতে ৫৭.২৩ কোটি টাকা ও অন্যান্য চলতি সম্পদ খাতে ১৬.৫৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, আন্তঃকোম্পানি চলতি হিসাব ৩.৫৪ কোটি টাকা পাওনা হ্রাস পেয়েছে। উল্লেখ্য, Trade receivables খাতে bulk Customer (বিদ্যুৎ ও সার) এর বিপরীতে ১৩৩.৭৬ কোটি টাকা বকেয়া এবং Non-bulk Customer (সিএনজি, ক্যাপটিভ পাওয়ার, শিল্প, বাণিজ্যিক, আবাসিক) এর বিপরীতে ৬৪৪.৯৪ কোটি টাকা বকেয়া বৃদ্ধি হওয়ায় সামগ্রিকভাবে Trade receivables ৭৭৮.৭০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

আলোচ্য অর্থবছরে গ্যাস ক্রয় ও বিক্রয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৫৪৫.০৯ ও ৭৭৬.৯৫ এমএমসিএম হ্রাস পেয়েছে। বিইআরসি'র আদেশ এবং মন্ত্রণালয়ের গেজেট অনুযায়ী কোম্পানি বিভিন্ন শ্রেণীতে (বিদ্যুৎ, সার, সিএনজি, ক্যাপটিভ পাওয়ার, শিল্প, বাণিজ্যিক, আবাসিক) গ্যাস বিক্রয় করে থাকে। বিভিন্ন শ্রেণীর End user price ভিন্ন হওয়ায় সেলস মিক্স এর কারণে বিক্রয় রাজস্ব হ্রাস-বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য অর্থবছরে গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস এবং সেলস মিক্স এর কারণে গ্যাস বিক্রয় রাজস্বও ২৬৪.০৩ কোটি টাকা হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে, সিস্টেম লস বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্যাস ক্রয় ৭৭৬.৯৫ এমএমসিএম হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও গ্যাস ক্রয় খরচ ৪২.৩১ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

আলোচ্য অর্থবছরে Meter rent খাতে ৪১.৯০ কোটি টাকা, Demand charge খাতে ৬.৪৬ কোটি টাকা, Late payment penalties খাতে ৩০৬.৮১ কোটি টাকা, Penalties and fines against metered customers খাতে ৬৮.০৭ কোটি টাকা আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে Higher Heating charge ২৮.১৬ কোটি টাকা আয় হ্রাস পাওয়ায় সামগ্রিকভাবে অপারেশন আয় বাবদ ৩৯৪.৩০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। System Loss বৃদ্ধি এবং গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় System Loss এর সাথে বিজড়িত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় অপারেশনাল আয় ৩৯৪.৩০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে মোট লাভ ৩০৬.৩৪ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ২১.১২ কোটি টাকা হয়েছে।

পরিচালনা ব্যয়ের মধ্যে অবচয় খরচ ৮৪.৩৭ কোটি টাকা, কু-ঋণ সঞ্চিতি ৯.৬১ কোটি টাকা ও পরিবহন ব্যয় ৬.৭০ কোটি টাকা বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে, কর্মী ব্যয় ২৯.৬৪ কোটি টাকা, miscellaneous cost ১২.৫৭ কোটি টাকা হ্রাস উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, গত অর্থবছরে Fixed Asset Revaluation করায় Impairment loss বাবদ ২১.৯৭ কোটি টাকা খরচ দেখানো হলেও আলোচ্য অর্থ বছরে Impairment loss নেই। সামগ্রিকভাবে প্রশাসনিক খরচ ৪১.০৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিক, ট্রান্সমিসন ও ডিস্ট্রিবিউশন খরচ ২.০৮ কোটি টাকা হ্রাস পেয়েছে।

মোট লাভ হ্রাস পাওয়ায় এবং পরিচালনা ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্ণিত সময়ে কোম্পানির নিট পরিচালনা ক্ষতির পরিমাণ ৩৭১.৭৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৬৪৫.৭৪ কোটি টাকা হয়েছে। স্থায়ী বিনিয়োগের পরিমাণ এবং সুদের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় নন অপারেশনাল আয় ১৭০.০১ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৫৭৮.৮৫ কোটি টাকায় উপনীত হয়েছে।

আলোচ্য ২০২৪-২৫ অর্থবছরে করপূর্ব ক্ষতির পরিমান ৬৬.৮৯ কোটি টাকা (২০২৩-২৪ অর্থবছরে করপূর্ব লাভ ছিল ১২৮.১৫ কোটি টাকা)।

আয়কর আইন ২০২৩ এর ধারা-১৬৩ অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছর হতে তিতাস গ্যাস ন্যূনতম করের আওতায় আসে। ফলে, করদায় ও উৎসে কর্তনকৃত আয়কর এর মধ্যে যা বেশি তা চূড়ান্ত/ন্যূনতম আয়কর হিসাবে বিবেচিত হবে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী করদায় ০.৫৪ কোটি টাকা। অন্যদিকে, আলোচ্য অর্থবছরে উৎসে কর্তনকৃত আয়কর ৬৭৯.৪২ কোটি টাকা। আয়কর আইন অনুযায়ী করদায় এর তুলনায় উৎসে কর্তনকৃত আয়কর বেশি হওয়ায় উৎসে কর্তনকৃত আয়কর ৬৭৯.৪২ কোটি টাকা চূড়ান্ত/ন্যূনতম আয়কর হিসাবভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও, Deferred Tax খাতে ২৫.৭৩ কোটি টাকা হিসাবভুক্ত করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে আয়কর খরচ বাবদ ৭০৫.১৬ কোটি টাকা হিসাবভুক্ত করা হয়েছে।

উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে আলোচ্য অর্থবছরে করোত্তর নীট ক্ষতির পরিমাণ ৭৭২.০৪ কোটি টাকা (২০২৩-২৪ অর্থবছরে করোত্তর ক্ষতি ছিল ৭৪৪.০৮ কোটি টাকা)। ফলে, আলোচ্য অর্থবছরে শেয়ার প্রতি ক্ষতি (৭.৮০) টাকা হয়েছে, বিগত বছরের শেয়ার প্রতি ক্ষতি ছিল (৭.৫২) টাকা।

কর পূর্ব ও কর পরবর্তী নিট মুনাফা:

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কোম্পানির করপূর্ববর্তী ক্ষতি ও করপরবর্তী ক্ষতির পরিমাণ যথাক্রমে (৬৬.৮৯) কোটি টাকা ও (৭৭২.০৪) কোটি টাকা। গত অর্থবছরে করপূর্ববর্তী লাভ ও করপরবর্তী ক্ষতির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১২৮.১৫ কোটি টাকা ও (৭৪৪.০৮) কোটি টাকা। আলোচ্য অর্থবছরে শেয়ার প্রতি ক্ষতি (৭.৮০) টাকা। গত অর্থবছরে শেয়ার প্রতি ক্ষতি ছিল (৭.৫২) টাকা।

লভ্যাংশ :

কোম্পানির ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে পরিচালকমণ্ডলী কর্তৃক ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য ১০.০০ টাকা মূল্যমানের প্রতিটি শেয়ারের বিপরীতে ২% নগদ লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে। অর্থাৎ, ১০.০০ টাকা মূল্যমানের প্রতিটি শেয়ারের বিপরীতে ঘোষিত লভ্যাংশের পরিমাণ ০.২০ টাকা।

আর্থিক বিবরণীর উপর নিরীক্ষকের মন্তব্য:

Basis for Qualified Opinion

a. i) Due to delay in payment of bills by the bulk customers, the Company calculates and charges penal interest on the bill amounts of the respective customers. As such, the total amount of Tk. 194.65 crore has been recognized as interest income, except for interest income from Electricity Generation Company of Bangladesh Limited (EGCBL), up to 30 June 2025 and included in Trade Receivables shown in Note # 11 to the financial statements. On the other hand, the Company recognized operational income for meter rent/service charge and demand charge from Bangladesh Power Development Board (BPDB) amounting to Tk. 275.64 crore up to 30 June 2025. The Company has been recognizing these income as well as receivables from meter rent/service charge since the year 2002 and demand charge since the year 2019. Out of the said aggregated amount of Tk. 470.29 crore, there is no realization till date. On a query we came to know from the management that the said customers are not interested to pay such penal interest as well as meter rent/service charge and demand charge, which remains unrealized since long. As a result, there is a substantial doubt as regards the realization of the said operational income, which requires full provision in the financial statements of the Company.

   ii) Note # 11 to the financial statements reveals that the Company recognized Trade receivables from EGCBL amounting to Tk. 2,944.76 crore and Meghna Sugar Refinery Limited (MSRL) amounting to Tk. 90.81 crore up to 30 June 2025. As alternative audit procedures, we sent direct balance confirmation letters to the said companies to confirm the accuracy and completeness of the said amounts, and in response to our confirmation letters, EGCBL stated the balance as per their record is Tk. 2,841.92 crore in respect of payables for Higher Heating Value (HHV) factor adjustment, demand charge and penal interest on delayed bills, resulting in a difference of Tk. 102.84 crore and MSRL stated the balance as per their record is Tk. 24.50 crore in respect of Trade payables for monthly gas bill and penal interest, resulting in a difference of Tk. 66.31 crore, up to 30 June 2025. Consequently, the total shortfall of receivable from those two companies to a tune of Tk. 169.15 crore. The Company could not provide any reconciliation for the difference of receivable amount with those two companies. On a query we came to know from the management that the said customers are not interested in paying such amounts which have been arisen on account of penal interest, meter rent/service charge, demand charge, etc. and remain unrealized since inception. As a result, there is a substantial doubt as regards the realization of the said amounts, which requires full provision in the financial statements of the Company. However, the Company filed legal case to the competent authority against the said receivable from MSRL and as informed by the management the outcome of the appeal is in favor of the Company.

b. i) Non-current liabilities as disclosed in Note # 26 to the financial statements of the Company include customers' security deposit amounting to Tk. 3,621.88 crore as at 30 June 2025. The Head Office of the Company maintains control ledgers based on information received from books maintained by the Zone offices. During our audit at

Zone offices, the Company could not provide us with the detailed list, addresses, and other relevant particulars of the customers for an amount of Tk. 54.16 crore. As a result, we could not perform alternative audit procedures by sending direct balance confirmation letters to the customers concerned and confirm the accuracy and completeness of the said amount as well as existence of the repetitive customers. However, the management has informed us that initially such recording gap was for Tk. 930.39 crore and assured us that the records of Zone offices will be updated within the year 2025-2026, so that there remains no difference between the books of Head Office and the Zone offices.

ii) As per Section 3.5 of the Gas Marketing Rules, 2014, the Company is required to collect security deposit from different categories of customers in respect of gas sales based on approved monthly load, and issue demand notice and collect security deposit from the customers when the existing gas tariff increases by the notifications of Bangladesh Energy Regulatory Commission (BERC) from time to time. But the Company has not yet met the said regulatory requirement as at 30 June 2025. The Company is also required to collect security deposit from industrial, seasonal, captive power and feed gas for CNG customers in the form of both cash (demand draft/ pay order) and non-cash (bank guarantee or lien of FDR/Sanchaypatra/Savings Certificate issued by scheduled bank) items.

c) The carrying amount of inventories as disclosed in Note # 10 to the financial statements of the Company as at 30 June 2025 is Tk. 454.25 crore. But the accounting policies of the Company state that inventories are valued at cost which is a non-compliance with International Accounting Standard (IAS) 2: Inventories. IAS 2 requires valuation of inventories at the lower of cost and net realizable value. Physical verification of inventories done by the inventory committee as at 30 June 2013 identified dead stock worth Tk. 10.44 crore and obsolete stock worth Tk. 3.33 crore at that time, but no accounting adjustments in this respect was made in the financial statements. Thereafter, the Company has not conducted any further physical verification of inventories till 30 June 2025. As alternative audit procedures, we conducted physical verification of inventories of the Company as at 30 June 2025 and identified dead stock worth Tk. 31.37 crore and obsolete stock worth Tk. 4.62 crore. As a result, the carrying amount of inventories of the Company as at 30 June 2025 included huge quantities of dead stock and obsolete stock, and appears to be overstated by Tk. 35.99 crore.

d. i) Required provision for pension fund as past service liability for eligible employees of the Company was Tk. 1,092.60 crore whereas the total assets of the fund was Tk. 92.00 crore as at 30 June 2020 as per actuarial valuation done by M/s. AIR Consulting Limited, which resulted in a shortfall of provision for pension fund for Tk. 1,000.60 crore as per IAS 19: Employee Benefits. As per the said report, the provision shortfall should have been fully covered as at 30 June 2025 with a 5-year plan. But as on the said date the Company made provision for pension fund as disclosed in Note # 24.1 to the financial statements is only Tk. 360.54 crore, resulting in a shortfall of provision for Tk. 732.06 crore for the said fund. Though the Company as per decision taken by the Board of Directors has been maintaining provision for pension fund for Tk. 100.08 crore every year, but still the Company has shortfall of provision for pension fund as per the actuary valuation report.

The exact amount of shortfall in provision for pension fund could not be known as the Company performed the above said actuarial valuation for its pension fund as at 30 June 2020 with a 5-year plan which has already expired on 30 June 2025, and re-estimation gap to date pension fund obligation as per Para 57 of IAS 19: Employee Benefits is to be done yet by the Company.

ii) Retirement benefit obligations of the Company as disclosed in Note # 24 to the financial statements include Pension Fund of Tk. 360.54 crore, Gratuity Fund of Tk. 0.61 crore and General Provident Fund of Tk. 109.76 crore as at 30 June 2025. IAS 19: Employee Benefits stated that assets and liabilities of funds should not be recognized in the Company's financial statements if they are controlled by the trustees and not the Company. As the said funds are funded liability in nature due to having separate board of trustees as well as bank accounts, these funds should not be recognized as the Company's liability in the financial statements. Hence, the assets and liabilities of the Company have been overstated by same extent as at 30 June 2025.

e. As per Subsidiary Loan Agreement (SLA) between the Ministry of Finance under the Government of the People's Republic of Bangladesh and Titas Gas Transmission and Distribution PLC. (TGTDPLC), the Company has received Tk. 351.62 crore as equity and recognized it as Share Money Deposit as disclosed in Note # 17 to the financial statements. As per Gazette Notification No. ১৪৬/এফআরসি/প্রশাঃ/প্রজ্ঞাপন/২০২০/০১ dated 02 March 2020 issued by the Financial Reporting Council (FRC), the capital received as Share Money Deposit or whatever the name which is included as a part of Equity of any company that cannot be refunded and the amount shall be converted into share capital within 06 (six) months from the date of such receipt. Further, such Share Money Deposit shall be considered in calculation of Earnings Per Share (EPS). However, the outstanding amount of such Share Money Deposit which was not converted into share capital and considered in the calculation of EPS of the Company as per the instruction given by FRC stands at Tk. 351.62 crore as at 30 June 2025. Thus, Net Asset Value (NAV) Per Share, Earnings Per Share (EPS) and Net Operating Cash Flow Per Share (NOCFPS) have been overstated as at 30 June 2025.

f. As per Note # 49 to the financial statements, the Company's net related party transactions is amounted to Tk. 2,686.11 crore during the year 2024-25 according to IAS 24: Related Party Disclosures. As alternative audit procedures, we sent direct balance confirmation letters to the said related parties/inter-companies to confirm the accuracy and completeness of the said amounts, but they, except for Gas Transmission Company Limited (GTCL), did not send any response to our confirmation letters. However, in response to our confirmation letter, GTCL confirmed the receivable amount in respect of gas wheeling/transmission charge and current account balance from TGTDPLC as per their records of Tk. 982.67 crore against the recorded balance by TGTDPLC of Tk. 695.43 crore. As such, there exists a difference of Tk. 287.24 crore between the records maintained by these two companies. As such, it casts a substantial doubt as regards related party transactions and balances as reported in the financial statements accurately as on 30 June 2025.

Emphasis of Matters

Without modifying our opinion, we draw attention to the following facts as disclosed in-

i. Provision for Income Tax as disclosed in Note # 30 to the financial statements represents that the National Board of Revenue (NBR) claimed Tk. 5,054.04 crore from the Company on account of income tax liabilities on net income for the assessment years from 2015-16 to 2024-25 in respect of which the Company has kept a total provision for Tk. 2,194.46 crore only up to 30 June 2025. However, the Company filed to the competent authorities against the demand of NBR and outcomes of the appeals are yet to be known.

ii. Cost of sales of the Company amounting to Tk. 35,407.77 crore for the year ended 30 June 2025 as disclosed in Note # 34 to the financial statements include net system loss of Tk. 2,421.76 crore, a huge increase of 34% from the previous financial year, after deducted the allowable system loss of 2%. The system loss arose due to the difference of volume/quantities of gas received by the Company through its own pipelines and pipelines of GTCL and volume/quantities of gas sold by the Company to its customers during the year. Note # 34 disclosed that the Company received 15,154 MMCM from the gas supplying and transmitting companies including own transmission pipelines and sold 13,718 MMCM to its customers during the year. On a query we came to know from the management that the system loss incurred due to illegal gas connections, loss from old/corroded distribution lines, loss from the damage of pipelines caused by underground work of various government/ non-government organizations, loss out of lack of information regarding actual gas use in non-metered/flat rate (fixed billing) domestic customers, gas measurement error caused by the difference in measuring system in gas intake point and customers' metering stations, and loss from leakage in the house line of non-metered domestic customers.

iii. Receivable from Fixed Deposit Receipts (FDRs) of Tk. 111.29 crore as disclosed in Note # 14 to the financial statements includes investments with Padma Bank PLC, Bangladesh Commerce Bank PLC, First Security Islami Bank PLC and Global Islami Bank PLC those are matured since long but there is substantial doubt as regards to the realization of the said investments which require full provision/loss allowance for expected credit losses

as per IFRS 9: Financial Instruments in the financial statements of the Company. But necessary provision/loss allowance for expected credit losses in this regard has not been made by the Company as at 30 June 2025.

iv. The IT systems of the Company have several control weaknesses that include the absence of a Board approved IT policy, outdated software modules with incomplete audit trail configurations and lack of a Delegation of Authority (DOA) matrix in the accounting software. Security concerns also exist as the Oracle 12c database has reached End of Life (EOL) status and there is no centralized log management solution (SIEM/SOC) for monitoring security events. The ICT Department of the Company lacks a separate IT asset register and proper segregation of duties between IT and operational functions. Additionally, no IT Disaster Recovery (DR) drill has been conducted and there is insufficient cybersecurity training among the human resources of the Company. These IT control weaknesses may cause lack of completeness, accuracy, and security of financial information processed through the Company's systems.

নিরীক্ষকের উপর্যুক্ত মন্তব্যের প্রেক্ষিতে কোম্পানির বক্তব্যঃ

(a) (i) আলোচ্য পর্যবেক্ষণে কোম্পানির বাল্ক গ্রাহকদের (বিদ্যুৎ, সার শ্রেণি ও পাওয়ার প্রাইভেট) বিপরীতে সুদ বাবদ পাওনা ১৯৪.৬৫ কোটি টাকা, পিডিবি'র নিকট ডিমান্ড চার্জ, সার্ভিস চার্জ/মিটার রেন্ট/আরএমএস রেন্ট বাবদ ২৭৫.৬৪ কোটি টাকা, সর্বমোট ৪৭০.২৯ কোটি টাকা উল্লেখ করা হয়েছে। কোম্পানি বিক্রয় চুক্তি, ট্যারিফ অর্ডার এর ভিত্তিতে মিটার রেন্ট/আরএমএস রেন্ট, ডিমান্ড চার্জ, সারচার্জ/সার্ভিস চার্জ ধার্য করে থাকে। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ মনে করে কোম্পানির দাবিকৃত বিল চুক্তির শর্তাবলী ও ট্যারিফ অর্ডার অনুযায়ী সঠিক ও বৈধ দাবী। বর্ণিত অর্থ পরিশোধের জন্য পিডিবি, বিসিআইসি ও পাওয়ার প্রাইভেট গ্রাহকদের সাথে পত্র যোগাযোগ, টেলিফোন এবং ব্যক্তিগতভাবে তাগাদা প্রদানসহ বিভিন্ন ধরনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লিখিত পাওনা অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়- এর মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

(ii) আলোচ্য পর্যবেক্ষণে কোম্পানির রেকর্ড এবং ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অফ বাংলাদেশ লিমিটেড (EGCB) এবং মেঘনা সুগার রিফাইনারি লিমিটেড (MSRL) থেকে প্রাপ্ত ব্যালেন্সের মধ্যে যথাক্রমে ১০২.৮৪ কোটি টাকা এবং ৬৬.৩১ কোটি টাকা পার্থক্য রয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়। উল্লিখিত পার্থক্যগুলি মূলত সুদ, মিটার ভাড়া, Higher Heating Value (HHV), ডিমান্ড চার্জ এবং ট্যারিফ রেট এর পার্থক্য ইত্যাদি বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। কোম্পানি বিক্রয় চুক্তি, ট্যারিফ অর্ডার এর ভিত্তিতে বিল প্রস্তুত করে। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ মনে করে কোম্পানির দাবিকৃত বিল চুক্তির শর্তাবলী, গ্যাস বিপণন নীতিমালা এবং ট্যারিফ অর্ডার অনুযায়ী সঠিক ও আইনত ভাবে বৈধ দাবি। কোম্পানি পত্র যোগাযোগ ও তাগাদা প্রদানের মাধ্যমে EGCBL- এর বকেয়া পাওনা আদায়ের বিষয়ে সচেষ্ট রয়েছে এবং MSRL-এর বকেয়া আদায়ের বিষয়ে কোম্পানি ইতিমধ্যে আইনি প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছে।

(b) (i) গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী অনুযায়ী গ্রাহক কর্তৃক জমাকৃত নগদ জামানত জাবেদার মাধ্যমে হিসাব বিভাগের সাধারণ খতিয়ানে হিসাবভুক্ত করা হয়। ৩০-০৬-২০২৫ তারিখে নগদ জামানতের সাধারণ খতিয়ানের জের ৩,৬২১.৮৮ কোটি টাকা। বর্ণিত নগদ জামানতের বিপরীতে বাল্ক গ্রাহকের গ্রাহক ওয়ারী জামানত শিডিউল ৩১২.৩৪ কোটি টাকা মিলকরণ আছে। অবশিষ্ট নন-বাল্ক গ্রাহকদের নগদ জামানত ৩,৩০৯.৫৪ (৩,৬২১.৮৮-৩১২.৩৪) কোটি টাকার বিপরীতে জোন ও জোবিঅ সমূহের জামানত সিডিউল এর জের ৩,২৫৫.৩৮ কোটি টাকা। ফলে, হিসাব বিভাগে রক্ষিত সাধারণ খতিয়ানের সাথে জোন ও জোবিঅ সমূহের জামানত সিডিউল ৫৪.১৬ (৩,৩০৯.৫৪-৩,২৫৫.৩৮) কোটি টাকা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখ্য, ৩০/০৬/২০২৪ তারিখে পার্থক্য ছিল ৬৪.৯১ কোটি টাকা। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১০.৭৫ কোটি টাকার পার্থক্য কমানো হয়েছে। অবশিষ্ট ৫৪.১৬ কোটি টাকার পার্থক্য মিলকরণের কাজ অব্যাহত রয়েছে।

(ii) গ্যাস বিপণন নীতিমালা-২০১৪-এর ধারা ৩.৫ অনুযায়ী গ্যাসের ট্যারিফ বৃদ্ধি এবং অনুমোদিত মাসিক লোড বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গ্রাহকদের নিকট থেকে ভারসাম্য নিরাপত্তা জামানত (Security Deposit) আদায়যোগ্য। কোম্পানি উক্ত নীতি মালার আলোকে ভারসাম্য জামানত আদায়ের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে প্রতিপালনের চেষ্টা করে। নীতিমালার আলোকে কোম্পানি শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার, বাণিজ্যিক এবং সিএনজি শ্রেণির গ্রাহকদের নিকট থেকে নগদ জামানত ও অ-নগদ

(bank guarantee or lien of FDR/Savings Certificate issued by scheduled bank) উভয় প্রকার নিরাপত্তা জামানত আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

(c) কোম্পানির প্রশাসন বিভাগের স্মারকলিপি সূত্র নং-প্রশাসন/ইনকো এন্ড কমিটি/২০০২/০৪/১৪/১৬০/১৪৬১ তারিখ: ২৪.০২.২০২৪ এর মাধ্যমে গঠিত কমিটি কোম্পানির ডেমরাস্থ ভান্ডারে দীর্ঘদিনের পুরাতন ব্যবহার অনুপযোগী ৯৮১৫টি আইটেমের পাইল ম্যাটেরিয়ালস ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি'কে Dead Stock উল্লেখ করে প্রাক্কলিত মূল্য নির্ধারণপূর্বক Write-off করার জন্য সুপারিশ করে। উল্লেখ্য, উক্ত ৯৮১৫টি আইটেমের Book Value প্রায় ১০.৪৪ কোটি টাকা। বিষয়টি পুন: যাচাই-বাছাইয়ের জন্য স্মারক নং-২৮.১৩.০০০০.০৪৫.২৭.০০১.১৯.৩৬৪/৪০৬, তারিখ: ৫.১১.২০১৯ মাধ্যমে একটি কমিটি গঠন করা হয়, যা পরবর্তীতে সংশোধন করা হয়। সংশোধিত স্মারক নম্বর-২৮.১৩.০০০০.০৪৫.২৭.০৪৯.২১.৭৫. তারিখ: ২৪.০৫.২০২১। কমিটি বাজার মূল্য বিবেচনায় নিয়ে মালামালসমূহের Book Value ১০.৪৪ কোটি টাকার স্থলে ১,৬৪,৫৮,১১৪.৮০ নির্ধারণ করেন। এতদপ্রেক্ষিতে, মালামালসমূহকে Write Off ঘোষণাকরণ ও নিষ্পত্তির লক্ষ্যে স্মারকলিপি সূত্র নং-২৮.১৩.০০০০.০৪৫.২৭.০০১.২২.৮৮, তারিখ: ২২/০২/২০২২ মারফত ০২ জন বহি:সদস্যের সমন্বয়ে ৪ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির সুপারিশক্রমে মালামালসমূহকে গ্রুপভিত্তিক পৃথকীকরণের মাধ্যমে একক ও সামষ্টিক ওজন ও মূল্য নির্ধারণের জন্য ২৮.১৩.০০০০.০৪৫.২৭.০০১.২৩.১৭৭, তারিখ: ২৩.০৩.২০২৩ তারিখে একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত সাব-কমিটি ডেমরার স্টোরে অব্যবহারযোগ্য পণ্য (লোহার জিনিস, বৈদ্যুতিক জিনিস, রাবার জিনিস, ওয়েল্ডিং জিনিস, গ্যাসকেট, বয়লার জিনিস এবং অন্যান্য পণ্য) সাইট পরিদর্শন করে, গ্রুপ অনুযায়ী শ্রেণিবদ্ধ করে এবং ইউনিট অনুযায়ী ও সমষ্টিগতভাবে ওজন ও মূল্য পরিমাপ করে। উক্ত সাব-কমিটি ০৩/০৭/২০২৫ তারিখে প্রতিবেদন জমা দেয় এবং পূর্ববর্তী মূল্য ১,৬৪,৫৮,১১৪.৮০ টাকা (এক কোটি চৌষট্টি লক্ষ আটান্ন হাজার একশত চৌদ্দ টাকা ও আশি পয়সা)-এর পরিবর্তে বর্তমান বাজারমূল্য ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে ৯৮১৫টি পণ্য Write-off এর জন্য অনুমানিত (ধরে নেওয়া) মূল্য ৮৬,৪৬,৩৩৮.০০ টাকা (ছিয়াশি লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার তিনশত আটত্রিশ টাকা) নির্ধারণের সুপারিশ করে।

উল্লিখিত অব্যবহারযোগ্য এবং অপ্রচলিত পণ্যগুলো Write-off করার উদ্দেশ্যে, 'ডিক্লারেশন অ্যান্ড ডিসপোজাল অব ইকুইপমেন্ট অবসোলিট পলিসি ২০১৯' অনুযায়ী গঠিত কমিটি পুনর্গঠনের প্রস্তাব কোম্পানির সাধারণ প্রশাসন বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

(d) (i) তিতাস গ্যাস কর্মচারী অবসর ভাতা তহবিলের দায় নিরুপণের নিমিত্তে নিয়োগকৃত Actuary প্রতিষ্ঠান AIR CONSULTING LIMITED কর্তৃক দাখিলকৃত Actuarial Valuation Report মোতাবেক ৩০.০৬.২০২০ তারিখে অবসর ভাতা তহবিলে দায়-এর পরিমাণ ১,০৯২.৬০ কোটি টাকা। যার বিপরীতে সম্পত্তির পরিমাণ ৯২.০০ কোটি টাকা ছিল। অবসর ভাতা তহবিলের নীট ঘাটতির পরিমাণ ১,০০০.৬০ কোটি টাকা নির্ধারণ হয়।

Actuary প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ মোতাবেক ঘাটতি অর্থ সংস্থানের জন্য গত ০৯.১১.২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালকমন্ডলীর ৮০১ তম বোর্ড সভায় উত্থাপন করা হয়। বোর্ড উক্ত তহবিলের ঘাটতি পূরনের লক্ষ্যে Actuary প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রস্তাব পর্যালোচনা পূর্বক "২০২১-২২ অর্থবছর হতে আগামী ১০ (দশ) বছরে মূলবেতনের ৩৮.৬০% সহ প্রতিমাসে ৮.৩৪ কোটি টাকা কোম্পানি রাজস্ব বাজেটে অন্তর্ভুক্তিপূর্বক অবসরভাতা তহবিলে অর্থ স্থানান্তরের অনুমোদন প্রদান করে"। অনুমোদন অনুযায়ী উক্ত দায় পূরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে, যা আগামী জুন' ২০৩১ সালে এ ঘাটতি শেষ হবে।

(ii) Pension Fund. Gratuity Fund And General Provident Fund-কোম্পানির কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত পৃথক ট্রাস্টি বোর্ডের মাধ্যমে পরিচালিত হলেও যার হিসাব কোম্পানির আর্থিক বিবরণীতে অর্ন্তভূক্ত রয়েছে। Pension Fund, Gratuity Fund And General Provident Fund এর Finacial Statement IAS অনুসরণ করে কোম্পানির মূল হিসাব হতে পৃথক করার জন্য ট্রাস্টি বোর্ডের ১৭১তম সভায় উত্থাপন করা হয়েছে। Software Development Department, Central Accounts Department এবং সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত নেয়া হয়েছে। তাদের মতে এর ভিত্তিতে Pension Fund, Gratuity Fund And General Provident Fund-কোম্পানির হতে আলাদা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু কোম্পানির বিদ্যমান

Software এর মাধ্যমে উপরোক্ত ফান্ডসমূহ আলাদা হিসাবরক্ষণ ও হিসাব প্রস্তুত সম্ভব হচ্ছে না। নতুন আলাদা Software ক্রয়/ Development করে বাস্তবায়ন করতে হবে। ট্রাস্টি বোর্ডের ১৭১তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রমটি সম্পাদন করার জন্য আইসিটি ডিভিশন বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

(e) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসি(টিজিটিডিপিএলসি) এর মধ্যে সাবসিডিয়ারি ঋণ চুক্তি (SLA) অনুসারে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছর পর্যন্ত কোম্পানি ৩৫১.৬২ কোটি টাকা ইক্যুইটি হিসেবে পেয়েছে এবং Deposit for Share Money হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। (নোট নং- ১৭ দ্রষ্টব্য)।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের রেফারেন্স নম্বর ০৭.০০.০০০০.১৪১.৯৯.০০৫.২২.৭১, তারিখ: ২৮ আগস্ট ২০২৩-এর নির্দেশ অনুসারে কোম্পানি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছর পর্যন্ত Deposit for Share Money এর ২৮২.৭৫ কোটি টাকা অর্থ মন্ত্রণালয়ের (অর্থ বিভাগ) অনুকূলে Irredeemable Non-Cumulative Preference Share ইস্যু করে মূলধন সংগ্রহের জন্য ৩০.০৬.২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC) বরাবর একটি আবেদন জমা দেওয়া হয়েছে। BSEC -এর নির্দেশনা অনুযায়ী EGM -এ সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর, Deposit for Share Money-এর অর্থ Irredeemable Non-Cumulative Preference Share এ রূপান্তরিত হবে। কোম্পানি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে Deposit for Share Money-এর অর্থ Irredeemable Non-Cumulative Preference Share এ রূপান্তরিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ।

(f) কোম্পানির আর্থিক বিবরণী নোট ৪৯ এ Related party disclouser দেখানো হয়েছে। যার মধ্যে নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসাবে পেট্রোবাংলা, রেগুলেটরী সংস্থা হিসাবে বিইআরসি এবং আন্তঃকোম্পানি হিসাবে বাপেক্স, বিজিএফসিএল, জিটিসিএল, আরপিজিসিএল অন্তর্ভুক্ত। গ্যাসের ক্রয় মূল্য কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত গ্যাস ব্যবহারের প্রত্যয়নপত্র, বিইআরসি'র আদেশ এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী হিসাবভুক্ত করা হয়েছে। সিএ ফার্ম বর্ণিত গ্যাস ক্রয় খরচের দায় ও কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত লোন-এর বিপরীতে ব্যালেন্স কনফার্মেশন লেটার উক্ত পক্ষ সমূহকে প্রেরণ করলেও জিটিসিএল ব্যতিত অন্য কোন Related party হতে কনফার্মেশন লেটার পাওয়া যায়নি। জিটিসিএল এর ব্যালেন্স কনফার্মেশন লেটারে টিজিটিডিপিএলসি এর লেজার ব্যালেন্সের সাথে ২৮৭.২৪ কোটি টাকা পার্থক্য রয়েছে। পরীক্ষান্তে দেখা যায়, জিটিসিএল কর্তৃক টিজিটিডিপিএলসি-এর নিকট গ্যাস সঞ্চালনের ইনটেক মিটারিং না থাকায় জুলাই ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে প্রকৃত গ্যাস ব্যবহারের পরিবর্তে প্রো-রাটার ভিত্তিতে গ্যাস সরবরাহের পরিমাণ নির্ধারণ করে। অন্যদিকে, প্রকৃত মিটারিং না থাকায় টিজিটিডিপিএলসি গ্রাহকের নিকট গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণের ভিত্তিতে গ্যাস ব্যবহার নির্ধারণ করে। জিটিসিএল-এর ফিল্ড ভিত্তিক গ্যাস ব্যবহারের বিভাজন ও কোম্পানি কর্তৃক প্রাপ্ত গ্যাসের পরিমাণের মধ্যে পার্থক্য থাকায় উক্ত টিজিটিডিপিএলসি ও জিটিসিএল এর লেজার ব্যালেন্সে পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে।

Emphasis of Matters- এর প্রেক্ষিতে কোম্পানির বক্তব্য :

(i) কোম্পানি প্রত্যেক করবছরে আয়কর রিটার্ণ দাখিল করে আয়কর আইন ২০২৩ এর ধারা ১৪৬ অনুযায়ী উৎসে কর্তনকৃত আয়করের সাথে করদায় সমন্বয় করে অতিরিক্ত কর্তনকৃত উৎসকর রিফান্ড দাবী করে আসছে। তবে, বৃহৎ করদাতা ইউনিট(LTU) কোম্পানির অতিরিক্ত উৎসে আয়কর ফেরত প্রদান না করে গ্যাস ক্রয় খরচের বিভিন্ন খাত অগ্রাহ্যপূর্বক কর নির্ধারণী আদেশ জারি করেছে। এ আদেশের বিরুদ্ধে কোম্পানি যথাক্রমে আপিল, ট্যাক্সেস আপিলাত ট্রাইবুনাল এবং রেফারেন্স মামলা দায়ের করেছে। কিন্তু আইনি প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতার কারণে অতিরিক্ত উৎসে আয়কর ফেরতের বিষয়টি এখনো নিষ্পন্ন হয়নি। বর্তমানে ২০১৫-২০১৬ হতে ২০২৩-২০২৪ করবছরের রিফান্ড দাবিসংক্রান্ত মামলাসমূহ আপিল, ট্যাক্সেস আপিলাত ট্রাইবুনাল এবং সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে বিচারাধীন রয়েছে। উক্ত মামলাসমূহের নিষ্পত্তি সম্পন্ন হলে কোম্পানি সংশ্লিষ্ট আইনি প্রক্রিয়ার আলোকে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(ii) ২০২৪-২৫ অর্থবছরে গ্যাস ক্রয় ও বিক্রয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ১৫,১৫৩.৫২ ও ১৩,৭১৭.৯৮ মিলিয়ন ঘনমিটার। ফলে ১,৪৩৫.৫৪ এমএমসিএম গ্যাস সিস্টেম লস বাবদ ক্ষতি হয়েছে, যার শতকরা হার ৯.৪৭% (বিইআরসি কর্তৃক অনুমোদিত গ্রহণযোগ্য সিস্টেম লস ২%)। দীর্ঘ দিনের পুরাতন পাইপলাইন লিকেজ থাকায়, মিটারবিহীন আবাসিক গ্যাস ব্যবহারের পরিমাণ কম নির্ধারণ, বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যত্রতত্র পাইপলাইন ক্ষতিগ্রস্থ করা, অবৈধ গ্যাস সংযোগ এবং বিভিন্ন রক্ষণাবেক্ষণ/মেরামত কাজে গ্যাস পার্জিং ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে সিস্টেম লস হয়। কোম্পানির বিতরণ নেটওয়ার্ক সিস্টেম পরিবর্তন করে নতুন পাইপ লাইন স্থাপন, প্রিপেইড মিটার স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং নিয়মিত অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে সিস্টেম লস কমানো প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। উল্লেখ্য, সিস্টেম লস কমানোর জন্য পেট্রোবাংলা ও মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(iii) কর্তৃপক্ষীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে পদ্মা ব্যাংক লিমিটেডে স্থায়ী আমানত হিসেবে বিনিয়োগ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ২০১৬-২০১৭ এবং ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে উক্ত স্থায়ী আমানতসমূহের মেয়াদোত্তীর্ণের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে তা নগদায়নের জন্য একাধিকবার চিঠি পাঠানো হয়েছিল। তবে, ব্যাংকটি অনিবার্য পরিস্থিতির কারণে অর্থ ফেরত দেওয়ার জন্য অপারগতা প্রকাশ করেছে। উক্ত অর্থ আদায়ে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে পত্র যোগাযোগ করেছে। উল্লেখ্য, কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ও পেট্রোবাংলা'কে এ সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। গত ১৩-০৭-২৫ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে পদ্মা ব্যাংক ও এ কোম্পানিসহ বিভিন্ন সংস্থার (যে সকল প্রতিষ্ঠানের অর্থ পদ্মা ব্যাংকে জামানত হিসেবে রয়েছে) প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত সভায় পদ্মা ব্যাংক'কে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জমাকৃত অর্থ পর্যায়ক্রমে পরিশোধের জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

অন্যদিকে, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্লোবাল ইসলামিক ব্যাংক পিএলসি, বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক এবং ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি- তে স্থায়ী আমানত হিসেবে বিনিয়োগ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে মেয়াদ উত্তীর্ণের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোকে নগদায়নের জন্য একাধিকবার চিঠি পাঠানো হয়েছিল। রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিছু ব্যাংক একীভূত করে একটি ব্যাংকে পরিণত করা হবে বিধায় ঐ ব্যাংকগুলো জমা করা অর্থ বর্তমানে পরিশোধে অপারগতা প্রকাশ করে পত্র প্রদান করেছে। তবে, কোম্পানি সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোর সাথে আনুষ্ঠানিক চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ অব্যাহত রাখছে, যাতে উল্লিখিত জমাকৃত অর্থ উদ্ধার নিশ্চিত করা যায়।

(iv) কোম্পানির তথ্যপ্রযুক্তি (আইটি) ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের নিয়ন্ত্রণ দুর্বলতা সংক্রান্ত অডিট আপত্তির প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, আমাদের কোম্পানির জন্য প্রযোজ্য কোনো আইটি পলিসি ইতোপূর্বে ছিল না তবে বর্তমানে আমরা একটি আইটি পলিসি প্রস্তুত করেছি, যা খসড়া পর্যায়ে রয়েছে এবং শিগগিরই চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে। এছাড়া, কোম্পানির আইটি সিস্টেম ব্যবহারকারী কর্মীদের সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ বিভাগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। আইটি সম্পদ রেজিস্টারের উদ্যোগ হিসেবে সকল হার্ডওয়্যার, ওএস এবং লাইসেন্সসহ আইটি কনফিগারেশনের তালিকা সংরক্ষণের প্রক্রিয়া বর্তমানে চলমান রয়েছে। ডিজাস্টার রিকভারি সাইট স্থাপনের উদ্যোগ হিসেবে বিসিসি যশোর ডিআর সাইটের স্টোরেজ ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে, যা আগামী এপ্রিল ২০২৬-এ সম্পন্ন হলে সার্ভার বা ডেটা সেন্টার বন্ধ হলেও সিস্টেম সচল রাখতে ডিআর সাইট স্থাপন করা হবে। উপর্যুক্ত পদক্ষেপসমূহের মাধ্যমে নিরীক্ষকের উত্থাপিত আপত্তিসমূহের সমাধান নিশ্চিত করা হচ্ছে।

অস্বাভাবিক লাভ/ক্ষতি :

আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানির কোন অস্বাভাবিক লাভ/ক্ষতি নেই।

সংশ্লিষ্ট পক্ষের সাথে সম্পাদিত কার্যাদি:

চলতি অর্থবছরে কোম্পানির স্বাভাবিক কার্যাবলীর অংশ হিসাবে সংশ্লিষ্ট পক্ষের সাথে বহুবিধ লেনদেন সম্পূর্ণ করে। নিম্নে IAS- 24 অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পক্ষের নাম এবং তাদের সাথে সম্পাদিত লেনদেন সমূহের প্রকৃতির একটি বিবরণী উপস্থাপন করা হলো:

(কোটি টাকায়)

পার্টির নাম	সম্পর্ক	লেনদেনের প্রকৃতি	চলতি অর্থবছরে নীট লেনদেন	৩০.০৬.২৫ ইং তারিখের (দেনা)/ পাওনা	৩০.০৬.২৪ ইং তারিখের (দেনা)/পাওনা
পেট্রোবাংলা	নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ	গ্যাস ক্রয়	(২,১৭১)	(১৪,৪৩১)	(১২,২৬০)
বাপেক্স	আন্তঃ কোম্পানী	গ্যাস ক্রয়	(৪)	(২৭)	(২৩)
বিজিএফসিএল	আন্তঃ কোম্পানী	গ্যাস ক্রয়	(১৯)	(১২২)	(১০৩)
আরপিজিসিএল	আন্তঃ কোম্পানী	গ্যাস ক্রয়	(১)	(১৩)	(১২)
জিটিসিএল	আন্তঃ কোম্পানী	গ্যাস ট্রান্সমিশন	(৩৩৫)	(৬৯৫)	(৩৬০)
বাপেক্স	আন্তঃ কোম্পানী	আন্তঃ কোম্পানী লোন	(১৩)	৪৬	৫৯
জিটিসিএল	আন্তঃ কোম্পানী	আন্তঃ কোম্পানী লোন	(১৪৩)	৫৭২	৭১৫
মোট			**(২,৬৮৬)**	**(১৪,৬৭০)**	**(১১,৯৮৪)**

পরিচালকমণ্ডলীর সম্মানীভাতা:

কোম্পানি বোর্ডের পরিচালকমণ্ডলী'কে বোর্ড সভায় উপস্থিতির ভিত্তিতে নির্দিষ্ট হারে সম্মানী প্রদান করা হয়।

সরকারি কোষাগারে অর্থ প্রদান:

তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি পিএলসি মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে লভ্যাংশ প্রদান ছাড়াও সরকারি কোষাগারে নিয়মিত শুল্ক, কর পরিশোধ করে জাতীয় অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে যাচ্ছে। আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানি ৭৫৩.৮৭ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে প্রদান করেছে।

বিগত পাঁচ বছরে সরকারি কোষাগারে তিতাস গ্যাসের আর্থিক অবদানের পরিসংখ্যান নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

(কোটি টাকায়)

খাত	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
লভ্যাংশ	১৯২.৮৯	১৬৩.২২	৭৪.১৯	৩৭.১০	৩৭.১০
কর্পোরেট আয়কর	৪৪০.৮৯	৪৪২.১৩	৫৬২.৯৫	৮১৮.৯৫	৬৭৯.৪২
ডিএসএল	১০.১৭	৮.৬৭	২৬.৬৯	৩১.৫৭	২০.৪৬
আমদানী শুল্ক ও মূসক	১১.৬৮	২৬.৮৩	৪৩.০৯	৪৪.০৮	১৬.৮৯
মোট	**৬৫৫.৬৩**	**৬৪০.৮৫**	**৭০৬.৯২**	**৯৩১.৭০**	**৭৫৩.৮৭**

Titas Gas Transmission and Distribution PLC
Comparative Significant Financial Information
As on 30 June 2025

Particulars	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
Key financial figures					
1. Authorized Capital	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2. Paid up capital	989.22	989.22	989.22	989.22	989.22
3. Deposit for share	205.79	257.98	282.75	351.62	351.62
4. Capital Reserve	80.96	81.01	81.04	80.91	80.88
5. Retained earnings	5,907.87	6,008.26	5,744.20	4,950.66	4,157.29
6. Long term loan	322.68	390.07	404.93	479.05	450.90
7. Other long term liabilities	2,633.61	3,003.60	3,390.19	4,496.38	4,775.73
8. Current liabilities	7,919.81	7,956.45	13,700.11	20,384.88	24,064.70
9. Property, Plant & Equipment (at cost less Depreciation)	979.19	977.52	958.36	4,829.06	5,600.42
10. Capital Work in progress	529.03	690.41	717.43	911.75	10.91
11. Investments	2,380.87	3,311.29	3,609.32	4,028.19	4,136.37
12. Inter-Company Loan	1,123.25	998.47	910.21	988.45	997.51
13. Loan to Employees	314.88	289.31	336.08	340.30	351.96
14. Current assets	12,732.79	12,419.59	18,061.05	23,971.56	27,109.76
15. Net profit before tax	433.15	386.86	(177.90)	128.15	(66.89)
16. Net profit after tax	345.98	318.02	(165.14)	(744.08)	(772.04)
17. Financial ratios & others:					
a. Current ratio	1.61:1	1.56:1	1.32:1	1.18:1	1.13:1
b. Liquidity ratio	1.01:1	0.92:1	0.90:1	0.84:1	0.81:1
c. Return on Fixed Assets (%)	34.57	32.63	(16.77)	(26)	(14.70)
d. Debt equity ratio	04:96	05:95	05:95	05:95	05:95
e. Debt service ratio	35.27:1	30.11:1	(1.94):1	(18.5):1	(16.53):1
f. Return on capital employed (%)	4.61	4.12	(2.20)	(7.30)	(5.46)
g. Earnings Per Share (Taka)	3.50	3.21	(1.67)	(7.52)	(7.80)
h. Dividend:					
Cash (%)	22%	10%	5%	5%	2%
Stock (%)	-	-	-	-	-

প্রশাসনিক কার্যক্রম

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ,

কোম্পানির সার্বিক উন্নতি নির্ভর করে দৃঢ় ও সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপর। ২০০৬ সালে প্রণীত সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় সংস্থানকৃত জনবলের দ্বারা বিপুল সংখ্যক গ্রাহককে যথাযথ সেবা প্রদান করা প্রায় দুরুহ হয়ে পড়েছিল। কেননা ২০০৬ সাল পরবর্তী প্রায় ১৯ বছরে কোম্পানির কর্মপরিধি বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে সার্বিক দিক বিবেচনায় নতুনভাবে সাংগঠনিক কাঠামো-২০২৪ কোম্পানিতে প্রবর্তন করা হয়েছে। এছাড়া, কোম্পানিতে কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা-২০০৮ এর হালনাগাদকরণ, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের পদোন্নতি যোগ্যতা মূল্যায়নের জন্য পদোন্নতির মানদণ্ড ও নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কোম্পানির প্রশাসনিক কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

জনশক্তি:

কোম্পানির নবসৃষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো-২০২৪ অনুযায়ী মোট সংস্থানকৃত জনবল ৩,১৪৯ জনের মধ্যে কর্মকর্তার সংখ্যা ১,৭২৪ এবং কর্মচারীর সংখ্যা ১,৪২৫ জন। উক্ত সাংগঠনিক কাঠামোতে আউটসোর্সিং হিসেবে অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা ১৬৫৯ জন। অনুমোদিত মোট জনবলের মধ্যে ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত ৯৯০ জন কর্মকর্তা ও ৯১২ জন কর্মচারী এবং আউটসোর্সিং হিসেবে ৪০২ জন জনবল নিয়োজিত রয়েছেন। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৫৭ জন কর্মকর্তা ও ৬১ জন কর্মচারী স্বাভাবিক অবসর, ০১ জন কর্মকর্তা ও ০১ জন কর্মচারী বরখাস্ত, ১৪ জন কর্মকর্তা ও ০৫ জন কর্মচারী স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। একই সময়ে কোম্পানিতে ১১৪ জন কর্মকর্তা নতুন যোগদান করেন। এছাড়া, আলোচ্য অর্থবছরে ০১ জন কর্মকর্তা ও ১১ জন কর্মচারীসহ মোট ১২ জন মৃত্যুবরণ করেন। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২২৯ জন কর্মকর্তা ও ৬১ জনকে কর্মচারী থেকে কর্মকর্তা এবং ৩৩ জনকে কর্মচারীর বিভিন্ন গ্রেডে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন:

দক্ষ মানব সম্পদ এর মাধ্যমে যে কোন প্রতিষ্ঠানের ভিশন ও মিশন অর্জন করা সম্ভব। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ অনস্বীকার্য। কোম্পানির সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে স্বনামধন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এবং নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় দেশে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ ও সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ:

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য:

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের ধরণ	প্রশিক্ষণের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	স্থানীয় প্রশিক্ষণ	৬২	১০১৫
২	ইন হাউজ প্রশিক্ষণ	১৫	৮১৭
৩	আউট হাউজ প্রশিক্ষণ	৪৬	১৮৫
৪	ইন্টার্নশীপ	০১	০১
মোট		**১২৪**	**২০১৮**

জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য:

ক্রমিক নং	কর্মকর্তা/কর্মচারী	নিয়োগের সংখ্যা	মন্তব্য
১.	কর্মকর্তা	১১০	সাধারণ, হিসাব ও কারিগরি পদালী
২.	কর্মচারী	-	
৩.	আউটসোর্সিং কর্মচারী	-	

পিপিআর-২০০৮ বিষয়ক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক কর্মচারী সম্পর্ক:

কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে সম্পর্ক সন্তোষজনক। কোম্পানিতে বর্তমানে তিতাস গ্যাস জাতীয়তাবাদী শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন (রেজিস্ট্রেশন নং: বি-১৯৪০)-এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্ণিত ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়ন, বিভিন্ন ধরণের সুযোগ-সুবিধা বাস্তবায়ন, গ্রাহক সেবার মান উন্নয়ন, সিস্টেম লস হ্রাসকরণ, অবৈধ উচ্ছেদ ও রাজস্ব আদায়সহ সকল ক্ষেত্রে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে।

শিক্ষা কার্যক্রম:

১৯৮৭ সালে কোম্পানির উদ্যোগে ঢাকার ডেমরায় তিতাস গ্যাস আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। ফলে কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সন্তানসহ স্থানীয় অধিবাসীদের সন্তানরাও মানসম্পন্ন শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে এ বিদ্যালয় ৫ম ও ৮ম শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষাসহ এসএসসি পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করে আসছে। ২০২৫ সালে মোট ৮৪ জন ছাত্র-ছাত্রী এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং ১০০% উত্তীর্ণ হয়। অংশগ্রহণকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ৩৪ জন জিপিএ ৫.০০, ৪৫ জন জিপিএ ৪.০০ এবং ০৫ জন জিপিএ ৩.৫০ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়।

কল্যাণমূলক কার্যক্রম:

মানবিক মূল্যবোধের উজ্জীবন, আন্তঃব্যক্তি সম্পর্ক উন্নয়ন, পারস্পরিক সমঝোতা, বিশ্বাস, আস্থা ও আনুগত্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোম্পানি বিভিন্ন প্রণোদনামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কোম্পানি আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও বিনোদনমূলক নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করেছে:

শিক্ষাবৃত্তি:

কোম্পানিতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীর সন্তানদের মধ্যে যারা মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণদের প্রতিবছর '' তিতাস গ্যাস শিক্ষাবৃত্তি ও আর্থিক সহায়তা'' কর্মসূচীর আওতায় শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এসএসসি/সমমান/ও লেভেল এর ৫৫ জন, এইচএসসি/সমমান এর ৬৬ জন, স্নাতক/স্নাতক (সম্মান)/স্নাতকোত্তর/বিবিএ/এমবিএ/বিএসসি (ইঞ্জিনিয়ারিং)/এমবিবিএস পর্যায়ে ২০ জনকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

ঋণ প্রদান কর্মসূচী:

কোম্পানির বাজেটে আর্থিক সংস্থানের মাধ্যমে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জমি ক্রয়, ফ্ল্যাট ক্রয়, গৃহ নির্মাণ/সমন্বয় (গৃহ নির্মাণ ও গৃহ সংস্কার), মোটর গাড়ি ক্রয় ও মোটর সাইকেল ক্রয় ঋণ এবং তথ্য প্রযুক্তি সম্প্রসারণে অনুসৃত সরকারি নীতি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কম্পিউটার ক্রয়ের জন্য ঋণসহ সর্বমোট ৪৬,০০,০০,০০০/- (ছেচল্লিশ কোটি) টাকা বাজেট রাখা হয়েছিল, যার বিপরীতে বর্ণিত অর্থবছরে প্রায় ৩৬,০০,০০,০০০/- (ছত্রিশ কোটি) টাকা বিতরণ করা হয়।

ধর্মীয় আচার:

২০২৪-২৫ অর্থবছরে কোম্পানিতে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের মধ্যে ১০ জন কর্মচারীর প্রত্যেকের পরিবারকে দাফন-কাফনের জন্য ৩০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা হিসেবে সর্বমোট ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা প্রদান করা হয়েছে এবং সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোম্পানিতে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী ১০ জন কর্মচারীর প্রত্যেক পরিবারকে এককালীন ৮.০০ লক্ষ টাকা করে সর্বমোট ৮০,০০,০০০/- (আশি লক্ষ) টাকা প্রদান করা হয়েছে।

ক্রীড়া ও বিনোদন:

কোম্পানির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চিত্তবিনোদন ও কর্মচাঞ্চল্য বজায় রাখার জন্য তিতাস ক্লাব নিয়মিত ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের তিতাস ক্লাব কর্তৃক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের খেলোয়াড় সমন্বয়ে দল গঠনপূর্বক প্রিমিয়ার ডিভিশন ভলিবল, বিভিন্ন ধরনের ভলিবল টুর্নামেন্ট ও প্রিমিয়ার ডিভিশন দাবা লীগে অংশগ্রহণ করেছে। এছাড়া, বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশনের উদ্যোগে "তারুণ্যের উৎসব ২০২৫" আয়োজন করা হলে তিতাস ক্লাব উক্ত টুর্ণামেন্ট-এ অংশগ্রহণ করাসহ ঢাকা মহানগরী ৩০তম জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। এ সকল প্রতিযোগিতার মধ্যে তিতাস ক্লাব প্রিমিয়ার ডিভিশন ভলিবল লীগে ০৪(চার) বার চ্যাম্পিয়ন ও রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে এবং প্রিমিয়ার ডিভিশন দাবালীগে ০২(দুই) বার চ্যাম্পিয়ন ও ০১ (এক) বার রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত প্রিমিয়ার ডিভিশন দাবা লীগে তিতাস ক্লাব অংশগ্রহণ করে ১ম স্থান (চ্যাম্পিয়ন) হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

সামাজিক দায়বদ্ধতা:

সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমের আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সামাজিক দায়বদ্ধতা খাত হতে চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা হিসেবে শারীরিকভাবে অসুস্থ জনাব মো. আজিজুল ইসলাম, সহকারী ব্যবস্থাপক, পেট্রোবাংলা'কে ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকা, জুলাই গণ অভ্যুত্থানে আহতদের পারিবারকে আর্থিক সহায়তা হিসেবে ২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ) টাকা, জনাব মোহাম্মদ ইলিয়াছ মিয়া, পিসি অপারেটর, অর্থ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয় এর সুচিকিৎসার লক্ষ্যে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা, কম্বল/শীতবস্ত্র বিতরণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার তহবিলে আর্থিক অনুদান হিসেবে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা, বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এসোসিয়েশনের বার্ষিক সম্মেলনে আর্থিক অনুদান হিসেবে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা, কোম্পানির কর্মচারী জনাব মো. এছাহাক আলী শরীফ এর সন্তান জনাব মোঃ জোবায়ের শরীফ এর কিডনী জনিত রোগে চিকিৎসা সহায়তা হিসেবে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা, দীর্ঘদিন ধরে হার্ট ও কিডনি ডায়ালাইসিস সংক্রান্ত রোগে আক্রান্ত আর্থিকভাবে খুবই দরিদ্র কৃষক জনাব মোঃ কফিল উদ্দিন-কে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা, জনাব মোঃ আলাউদ্দিন এর সুচিকিৎসার লক্ষ্যে ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা, জনাব মোঃ আমছর আলী এর সুচিকিৎসার লক্ষ্যে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা, মেসার্স সিদ্দিকী'স গ্রীন টেকনোলজি'কে গ্যাস সেভিং সল্যুশন ব্যবহার করে গ্যাসের ব্যয় কমানোর উপর পাইলটিং প্রকল্পের জন্য ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা আর্থিক অনুদান এবং জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার এর সুচিকিৎসার লক্ষ্যে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা প্রদান করা হয়।

ইনোভেশন কার্যক্রম:

কোম্পানির বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ২০২৪-২৫ অর্থবছরের নির্ধারিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কোম্পানির ইনোভেশন কমিটি কর্তৃক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে জাতীয় তথ্য বাতায়ন এবং ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত সহজীকৃত/ডিজিটাইজডকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ যথাসময়ে হালনাগাদ করা হয়েছে। এছাড়া, জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব মোকাবেলায় প্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ে "স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ" ও "মাইগভ প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার বৃদ্ধি" বিষয়ক ০৬টি কর্মশালা/প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উপরন্তু, বর্ণিত কর্মপরিকল্পনামতে ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী ধারনা বাস্তবায়নের আওতায় "Operational Data Management System of Radio Room Activities" এর মাধ্যমে রেডিও রুমের কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য "স্বয়ংক্রিয় সিস্টেম সফটওয়্যার" অনলাইন ভিত্তিক Deploy করা হয়েছে। ফলে, আলোচ্য ক্ষেত্রে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন স্টেশন থেকে কেন্দ্রীয় সার্ভারে তথ্য প্রেরণ করা যায়। কেন্দ্রীয় সার্ভারে সংরক্ষিত তথ্য স্বয়ংক্রিয় সিস্টেম দ্বারা পরীক্ষা করা হবে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি প্রতিবেদনগুলি সংশ্লিষ্ট সংস্থা/দপ্তরে পাঠানো হবে।

তিতাস গ্যাস ও হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর

স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত কার্যক্রম :

পরিবেশ বান্ধব জ্বালানি প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। প্রাকৃতিক গ্যাসের দক্ষ ও নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই কোম্পানির গ্যাস পাইপলাইন, স্টেশন ও বিভিন্ন স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা ও পরিবেশগত কার্যক্রম এবং সিস্টেম পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত জনবলের স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য:

সরকারি ঘোষনা মোতাবেক নির্ধারিত হারে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চিকিৎসা ভাতা প্রদান করা হয়। কোম্পানিতে কর্মরত চিকিৎসকগণ কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাদের পোষ্যদের নিয়মিত চিকিৎসা সেবা/পরামর্শ প্রদান করে থাকেন। এছাড়া, চিকিৎসা সেবার পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কোম্পানির কর্মকর্তা- কর্মচারীগণকে কর্পোরেট চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের প্রয়াসে হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বিআইএইচএস জেনারেল হাসপাতাল এর সঙ্গে কোম্পানির সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

পরিবেশঃ

বৈশ্বয়িক উষ্ণতা সূচকে বাতাসে প্রাকৃতিক গ্যাস (মিথেন)-এর নিঃসরণ, কার্বন-ডাই-অক্সাইড এর তুলনায় ২৩গুণ বেশি ক্ষতি করে। প্রাকৃতিক গ্যাস নিঃসরণ এর ক্ষতিকর দিক বিবেচনায় এবং গ্যাসের অপচয় রোধে সিস্টেম পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের সময় বাতাসে গ্যাস নিঃসরণের পরিমান ন্যূনতম রাখা হয়। সঞ্চালন ও বিতরণ প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় তিতাস গ্যাসের কর্মকান্ড যেন পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব না ফেলে সে লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের নিয়ম-কানুন যথাযথভাবে অনুসৃত হচ্ছে। যে সকল গ্যাস স্টেশন হতে কনডেনসেট সংগ্রহ করা হয়, তদস্থলসহ কনডেনসেট সংগ্রহ ও পরিবহনকালে স্পিলেজ প্রতিরোধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। অডোরেন্ট চার্জকালীন সময়ে বাতাসে এর নিঃসরণ যেন না হয় তা যথাযথভাবে নিশ্চিত করা হচ্ছে। ইউটিলিটি সার্ভিসসমূহ নির্মাণ বা স্থাপন/পুনর্নির্মাণ বা মেরামত কার্যক্রমের জন্য রাস্তা ও ফুটপাত খোঁড়াখুঁড়ির সময়ে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত নির্দেশিকা (Guideline) অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থাসমূহ নিশ্চিত করা হচ্ছে।

পাইপ লাইনের নিরাপত্তাঃ

প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা, ১৯৯১ (সংশোধিত ২০০৩) এবং পরিবেশ সংক্রান্ত সকল বিধি-বিধান কঠোরভাবে অনুসরণ করার মাধ্যমে পাইপলাইন স্থাপনের পরিকল্পনা, পাইপলাইন ডিজাইন, স্থাপন ও সিস্টেম পরিচালনায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। স্থাপিত গ্যাস সঞ্চালন ও মূখ্য গ্যাস বিতরণ পাইপলাইনে চৌকি দেওয়া হয় ও গ্যাস রেগুলেটিং এন্ড মিটারিং স্টেশন নিয়মিত পরিদর্শন করা হয়। পাইপলাইন ও গ্যাস স্থাপনার নিরাপত্তা নিশ্চিৎকল্পে পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও মডিফিকেশন কাজ সম্পন্ন করা হয়।

বিদ্যমান গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন এর নিরাপত্তা নিশ্চিৎকল্পে পাইপলাইনে চৌকি দেওয়া হয়। কোম্পানির নতুন সাংগঠনিক কাঠামো ২০২৪ এ পাইপলাইন চৌকি দেওয়ার ব্যবস্থা আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় লোকবল সংস্থান করা হয়েছে। স্থাপিত পাইপলাইনের পরিকল্পিত বয়স অতিবাহিত হওয়ায় অথবা উন্নয়নমূলক সংস্থা কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নকালে অথবা অন্য যেকোন কারনে গ্যাস লিকেজ সংঘটিত হলে গ্যাস লিকেজজনিত ক্ষতি পরিহারে তা তাৎক্ষণিকভাবে মেরামত করা হয়। বর্তমানে কোম্পানির সংশ্লিষ্ট বিভাগের তত্ত্বাবধানে গ্যাস পাইপলাইন নেটওয়ার্কে গ্যাস লিকেজ অনুসন্ধান করে তা মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

পাইপলাইনের করোশন প্রতিরোধে ক্যাথডিক প্রোটেকশন (CP) সিস্টেম স্থাপন, পরিচালনা ও মনিটরিং করা হচ্ছে। এছাড়া, পাইপলাইন কোটিং এর সার্বিক অবস্থা পরীক্ষা করার নিমিত্তে কোটিং ডিফেক্ট সার্ভে পরিচালনা করা হয় এবং প্রাপ্ত সার্ভে রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ কাজ পরিচালনা করা হয়। যেসকল পাইপলাইনের বয়স অতিবাহিত হয়েছে অথবা বিভিন্ন ধরণের উন্নয়নমূলক কাজের কারনে বিদ্যমান পাইপলাইনের পরিচালনা ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে/হচ্ছে, সেসকল পাইপলাইন প্রতিস্থাপন/ পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা, ১৯৯১ (সংশোধিত ২০০৩) এবং গ্যাস বিপণন নীতিমালা, ২০১৪ অমান্য করার কারণে, গ্রাহক কর্তৃক অবৈধভাবে রাইজার স্থানান্তর বা অন্যান্য অনিয়ম সংঘটিত হলে দুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয় এবং প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের দপ্তরকে যথাযথভাবে অবহিত করা হয়। অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করে অবৈধ গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন, অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও স্থাপনা উচ্ছেদ করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়। পাশাপাশি গ্রাহক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নিয়মিত বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়।

ক্যাথোডিক প্রোটেকশন (CP) কার্যক্রমঃ

ক) বিভিন্ন পাইপলাইনের পথস্বত্ব (Right of Way - RoW) এলাকায় মাটির প্রতিরোধ ক্ষমতা (Soil Resistivity) পরিমাপ, অবৈধ স্থাপনা শনাক্তকরণ এবং পাইপ লোকেটর সার্ভে পরিচালনা করে পাইপলাইনের GIS ডেটাবেজে প্রস্তুত করা হচ্ছে। একইসাথে কোটিং ডিফেক্ট সার্ভে পরিচালনা করে বিদ্যমান প্রলেপন ব্যবস্থা মূল্যায়ন করা হচ্ছে।

খ) নতুন সিপি স্টেশন স্থাপন এবং বিদ্যমান সিপি স্টেশনসমূহের অবস্থান নির্ণয় করে সংশ্লিষ্ট তথ্য GIS ডেটাবেজে সংযোজন করা হয়, যার মাধ্যমে নেটওয়ার্কভিত্তিক সিপি মনিটরিং কার্যক্রম অধিকতর কার্যকর করা হয়েছে।

গ) পাইপলাইনের সুরক্ষা নিশ্চিৎকল্পে এবং সার্ভিস লাইফ অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন পাইপলাইন স্থাপনের ক্ষেত্রে সিপি পদ্ধতি স্থাপন করে পাইপলাইন কমিশনিং সম্পন্ন করা হয়;

ঘ) ক্যাথোডিক প্রোটেকশন (সিপি) পদ্ধতি মনিটরিং এবং সিপি সংশ্লিষ্ট ডাটা সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে ওয়েব-ভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম প্রস্তুত করা হয়েছে। বিদ্যমান সিপি পদ্ধতি অনলাইন মনিটরিংয়ের আওতায় আনা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে সকল স্টেশন এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করার প্রক্রিয়া চলমান আছে;

ঙ) নিরাপদ পাইপলাইন নেটওয়ার্ক পরিকল্পনা, স্থাপন ও পরিচালনার লক্ষ্যে কর্মকর্তা পর্যায়ে সিপি সিস্টেম সম্পর্কে মৌলিক ধারণা, রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি ও মাঠ পর্যায়ে পাইপলাইন পরীক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন করা হয়ে থাকে।

জরুরী গ্যাস নিয়ন্ত্রণ বিভাগের জরুরী কার্যসম্পাদন সংক্রান্ত তথ্যাবলি:

জরুরী গ্যাস নিয়ন্ত্রণ বিভাগাধীন জরুরী গ্যাস নিয়ন্ত্রণ শাখা-উত্তর এবং দক্ষিণ-এর জরুরী অভিযোগ কেন্দ্র, কোম্পানির কল সেন্টার ও ওয়েবসাইট এর কমপ্লেইন পোর্টাল-এ প্রাপ্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে অভিযোগসমূহ তাৎক্ষনিকভাবে সমাধানের জন্য দিন/রাত ২৪ ঘন্টা মোট ২৭ টি জরুরী দল এবং ক্ষতিগ্রস্থ পাইপলাইন প্রতিস্থাপনের জন্য একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত আছে। সম্ভাব্য সকল দুর্ঘটনা মোকাবেলা এবং সম্মানিত গ্রাহকদের আঙিনায় নিরাপদ ও সুষ্ঠু গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গ্রাহকদের সকল অভিযোগে দ্রুততম সময়ের মধ্যে উপস্থিত হয়ে প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করা হয়। ২০২৩-২৪ এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে গৃহীত জরুরি কলের সংখ্যা তথা জরুরি দল কর্তৃক গ্রাহক আঙিনায় উপস্থিতির পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

কলের ধরণ	২০২৩-২০২৪	২০২৪-২০২৫
অগ্নি দূর্ঘটনা	১৮৭	২৪৪
গ্যাস লিকেজ	৬১০৫	৪৯০০
গ্যাসের স্বল্প চাপ	১৭৫	২৫২
গ্যাস না থাকা	১৬৫০	২২৭৪
অন্যান্য	১০৭৪	৬৮৩
মোট	**৯১৯১**	**৮৩৫৩**

লিকেজ সনাক্তকরণ জরিপ

ছিদ্র জরিপ, ছিদ্র সনাক্তকরণ ও লিকেজ মেরামত সংক্রান্ত তথ্য:

গ্যাস লিকেজ জনিত দুর্ঘটনা এড়াতে ও পাইপ লাইন লিকেজের কারণে মূল্যবান গ্যাসের অপচয়রোধ এবং কোম্পানির বিতরণ নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা ও জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণকল্পে কোম্পানি ২০২১-২০২২ অর্থবছর হতে মোবাইল গ্যাস লিকেজ ডিটেকশন সিস্টেম ও তাৎক্ষণিক লিকেজ মেরামত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। কোম্পানির এ কার্যক্রমে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিতরণ নেটওয়ার্কে ছিদ্র জরিপ, ছিদ্র সনাক্তকরণ ও লিকেজ মেরামতের তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলো:

অর্থবছর	এলাকা	সার্ভে (দিন)	সার্ভে (কি.মি)	সোর্স লিকেজর সংখ্যা	কৃত লিকেজর সংখ্যা	লিকেজ মেরামত	মন্তব্য
২০২৪-২৫	ঢাকা মেট্রো	৩০	৫৫৫.৩০	-------- টি	১৬৪টি	১৬৪	৭৮.৬৬ ঘনমিটার/ঘন্টা প্রতিদিন ০.০৬৬ এমএমসিএফডি

**পাইপ লাইনের নিরাপত্তার বিষয়ে মার্কার পোস্টের ও প্যাট্রলম্যান-এর সহায়তায় নিবচ্ছিন্ন মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।*

উন্নততর সেবা কার্যক্রম:

গ্রাহক সেবার মানোন্নয়নের জন্য ঢাকা মহানগরী ও আঞ্চলিক বিক্রয় ডিভিশনের আওতাধীন এলাকায় সম্মানিত গ্রাহকদের উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কোম্পানিতে তালিকাভুক্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ, গ্রাহক সেবা কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ, শীতকালীন গ্যাস স্বল্পচাপ সমস্যা দূরীকরণ ও ভবিষ্যৎগ্রাহকদের প্রয়োজন অনুযায়ী গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিতকরণে পাইপলাইন স্থাপন ও সিজিএস/টিবিএস/ডিআরএস মডিফিকেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা:

একটি সুপরিকল্পিত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, তার কার্যকর বাস্তবায়ন ও সময়ে সময়ে তা পর্যবেক্ষণ কোম্পানির সার্বিক সাফল্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমান পরিচালনা পর্ষদ কোম্পানির অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সুষ্ঠু রাখার সাথে সাথে এর কার্যকারিতা অব্যাহত রাখার জন্য সচেতন রয়েছে। এ লক্ষ্যে ৩ জন সম্মানিত পরিচালকের সমন্বয়ে একটি অডিট কমিটি পরিচালনা পর্ষদের সাব-কমিটি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। বর্তমানে কোম্পানির অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনকারী 'নিরীক্ষা ডিভিশন'-এর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও কোম্পানির বহিঃনিরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত "Management Report" অনুযায়ী বাস্তবায়নযোগ্য বিষয়সমূহ অডিট কমিটির নিকট উপস্থাপন করা হয়। অডিট কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বাস্তবায়নযোগ্য বিষয়সমূহসহ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিচালনা পর্ষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করে থাকে।

কোম্পানির চ্যালেঞ্জসমূহ:

- বিতরণ নেটওয়ার্কে অননুমোদিত গ্যাস ব্যবহার শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত সিস্টেম লস সংক্রান্ত রোডম্যাপ-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন;
- বিতরণ নেটওয়ার্কের অবকাঠামোগত সুরক্ষা নিশ্চিত করা;
- কোম্পানির বিতরণ মার্জিন যৌক্তিক পর্যায়ে পুনর্নির্ধারণ করা;
- বিতরণ নেটওয়ার্কে সংযুক্ত গ্রাহকগণের গ্যাস চাহিদার বিপরীতে গ্যাসের সরবরাহে ভারসাম্য বজায় রাখা; এবং
- বৈষম্যহীন বাংলাদেশ বিনির্মাণে দক্ষ জনশক্তি সমৃদ্ধ আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর " যুগোপযোগী কোম্পানি"-হিসেবে রূপান্তর করা।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ,

গ্রাহক ও আপনাদের সার্বিক সহযোগিতায় তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসি দেশের জ্বালানি খাতে সুদীর্ঘ পাঁচ দশকের বেশি সময় ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে অবদান রেখে চলেছে। ভবিষ্যতেও এ কোম্পানির সার্বিক উন্নয়নে আপনারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন বলে আমি আশা করি। কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় সদয় উপস্থিতির জন্য আপনাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

তিতাস বোর্ড, পেট্রোবাংলা এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নির্দেশনা ও তিতাস গ্যাসের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কোম্পানি আর্থিকসহ সকল ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

গ্যাস সরবরাহের স্বল্পতার কারণে কোন কোন অঞ্চলে গ্যাসের চাপ স্বল্পতার জন্য সরবরাহ বিঘ্ন ঘটায় সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দের নিকট আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি।

বিগত সময়ে কোম্পানিকে বলিষ্ঠ দিক-নির্দেশনা ও সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য পরিচালকমণ্ডলী, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড একচেঞ্জ কমিশন, স্টক একচেঞ্জ, পেট্রোবাংলা; বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বিইআরসিসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি দপ্তরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

কোম্পানির উন্নয়ন কার্যক্রমে গভীর আগ্রহ প্রদর্শন ও উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আগামীতেও তাদের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করছি।

একনিষ্ঠভাবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে কোম্পানির উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য আমি পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষ হতে সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

পরিশেষে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের নিরীক্ষিত হিসাবসহ কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট তাদের সদয় বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য উত্থাপন করতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।

ধন্যবাদান্তে,

(মোঃ সাইফুল্লাহ পান্না)
চেয়ারম্যান, তিতাস বোর্ড